অয়স্কান্ত বক্সী

মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রথম অভিনয় ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
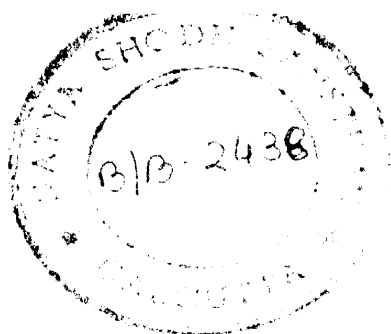
প্রতিভাবান অভিনেতা

শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়

সুহৃদ্বরেষু—

হে বন্ধু !

আজ এই উৎসর্গ পত্রের মধ্য দিয়ে তোমাকে উপলক্ষ করে, আমার নটবন্ধুগণের স্মরণে আনিয়ে দিতে চাই যে, "দেহ পট সনে নট সকলই হারায়।" শিল্পী, লেখক ও স্থপতি যেদিন জীবনের তটপ্রান্তে এসে দাঁড়াবে সেদিন তারা গর্বভরে দাঁড়িয়ে বলবে, "আমি থাকব বেঁচে যুগান্তেও ঐ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।" শিল্পী তার সৃষ্ট শিল্পের, লেখক তার লেখার আর স্থপতি তার স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু নট শুধু মানুষের পূর্বানুভূতির কুহেলির মধ্যেই আচ্ছন্ন থাকে। তাই, তার অভিনয় যত চিত্তাকর্ষক, যতই মর্মস্পর্শী হবে, ততদিনই সে মানুষের স্মৃতিপটে আবদ্ধ থাকবে।

জীবিকার্জনের জন্যে অভিনয় করলেই হবে না, অভিনয়কে করতে হবে জীবন্ত—অভিনীত চরিত্রের রসসৃষ্টির মধ্যে। সে যতই উজ্জ্বল হবে, সে ততই প্রতীত হবে অনাগত ভবিষ্যতের কুহেলি ভেদ করে।

এই অনুরোধ জানিয়ে নাটকখানি তোমাকে উৎসর্গ করি। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব অবিচ্ছিন্ন হ'ক। ইতি

অয়স্কান্ত

চরিত্র

রণেন্দ্র সিন্‌হা	...	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্ধ্যারাণী	...	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
মন্দা মিত্র	...	„ উমা মুখার্জি
তৃষ্ণা সোম	...	„ রেণুকা দেবী
বাসনা	...	„ লাবণ্য দাস
ক্ষণিকা	...	„ লক্ষ্মী দেবী
স্পৃহা	..	„ শান্তি দেবী
কল্যাণ ঘোষ	...	শ্রীসুনীল মুখার্জি
স্যার শিবপ্রসাদ	...	„ গণেশ গোস্বামী
খান সাহেব ছোব্‌হান	...	„ ভূমেন রায়
সত্যেন্দ্র	...	„ বঙ্কিম দত্ত
গফুর মিঞা	...	„ পশুপতি সামন্ত
কনেষ্টবল্‌ মহম্মদ শফিক	...	„ চণ্ডী অধিকারী
আব্‌দুল	...	„ গোপাল মুখার্জি
ভীম সিং	...	„ বিজয়নারায়ণ মুখার্জি
খানসামা আলি	...	„ শান্তি ভট্টাচার্য

মঞ্চশিল্পী
মিঃ মহম্মদ জান

সংগীতকল্পনা
শ্রীধীরেন দাস

পরিচালনা
শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

স্বীকৃতি

একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী ক্রাইম ড্রামা পড়ে, একখানি অনুরূপ নাটক লেখবার ইচ্ছা হয়। নাটকখানির নাট্যবস্তু গড়ে উঠেছিল, ফৌজদারী আইনের একটি প্রহেলিকাময় ধারার উপর ভিত্তি করিয়া। নাট্যবস্তুর অভিনবত্বই আমাকে এই নাটকখানি লিখতে প্ররোচিত করে। ক্রাইম উপন্যাস আমাদের এখানে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে, তাহাতেই আমাকে এই ক্রাইম ড্রামা লিখতে উৎসাহিত করেছে। তার সাফল্য দর্শকের পৃষ্ঠ-পোষকতার উপর।

নাটকের ভাব ও রসই প্রধান। তাই, যদিও ইংরাজী নাটকের আখ্যানের কিয়দংশ নিয়েছি, কিন্তু, নাট্যবস্তুর ভাব ও রসের যোগান দিয়েছি সম্পূর্ণ আমি।

মিনার্ভা লিমিটেডের ডিরেক্টরবর্গের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, যাঁহারা আমাকে এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করবার সুযোগ দিয়েছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিনট ও নটীই আমার পরম বন্ধু, কারণ আমার জীবনের বহু বৎসর নটরূপে তাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছি। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে অসঙ্গত হবে, যা আমাকে প্রতিদিবস পীড়া দেয়। সে হচ্ছে, আমার নটবন্ধুগণের আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও অভিনয়ে নিষ্ঠার অপ্রাচুর্য। অভিনয়ে নিষ্ঠা ও আন্ত-রিকতা যে জীবন একথাটা বোধ করি তাঁদের জানাই নেই। নাট্যকার ও

অভিনেতৃবর্গ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ীভূত, সেই বিষয়েই তাঁদের সচেতন করতে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নাট্যকার তাঁর সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের যে পরিণতি দিয়ে রসস্ফূর্ত্তি করতে চান, তার রূপ দেবার ভার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের। তাই, নাট্যকারকে বাদ দিয়ে যে চরিত্রের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়, সেই বিষয়েই সচকিত হতে আমার নটবন্ধুগণকে অনুরোধ জানাই। নাট্যকার ও অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতার একান্ত প্রয়োজন। কারণ, নাট্যবস্তুর মধ্যে যে-অন্তরঙ্গ-সত্য নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে চান, সেই সত্য-সন্ধানই অভিনেতার চরিত্র স্ফূর্তির একমাত্র ভিত্তি। তবেই চরিত্র হবে জীবন্ত। নাটক হবে সম্পূর্ণ।

নাটক ও অভিনয়

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ব্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্য্যং চন্দ্র তারকাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥

বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে অভিনয়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবন গুণাতীত পরম-শিবের আঙ্গিক অভিনয়ের পরিণতি। অভিনয় চার প্রকার, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

অভিনয়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠে দৃশ্যকাব্য বা নাটক। বাক্যের মধ্যেই নাটক গড়ে উঠে। শুধু বাক্যের জন্যই বাক্য অবান্তর। তাই, নাটকের সংলাপ হবে এমন, যা নাটকের নাট্যবস্তু জীবন্ত ক'রে তুলবে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

"সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিতঃ॥"

সত্ত্ববিশুদ্ধ ভাবাভিনয়কে সাত্ত্বিক অভিনয় বলা হয়। অভিনয় কি ? অভিমুখ (facing) ভাবে অর্থ নির্ণয়ের জন্য যা পদার্থগুলিকে নয়ন করে,

তাই অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগের দ্বারা নানা অর্থকে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের দ্বারা জ্ঞাপন ক'রে বিশেষ ভাবে হৃদ্‌গত ভাবের অভিব্যক্তির নাম অভিনয়। এই ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। এই রসনিষ্পত্তিই কাব্য, নাটকপ্রভৃতি সকল কলা-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাহ'লেই অভিনেতার দায়িত্ব কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়। "It begins with the actor, and it comes very close to ending with him" আমাদের দেশে এই সহজদায়িত্বের কথাটা কজন অভিনেতা উপলব্ধি ক'রে থাকেন? কিন্তু আশার কথা, নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অধিনায়কত্বে এই শাস্ত্রসম্মত অভিনয় আসর গড়ে উঠেছে। আমার "ভোলামাষ্টার" নাটকে অহীন্দ্রবাবুর এই শাস্ত্রসম্মত অভিনয়ের বিশেষ বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা রইল।

অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যের (রসসৃষ্টির) কথা, আমাদের অভিনেতারা ভুলে, খুঁটিনাটিকেই বড় করে তাঁরা লোকের চিত্তাকর্ষণ করবার চেষ্টা পান। অভিনয়ের প্রাণ অন্তরঙ্গ রসস্ফূর্তি। সে-কথাটা তাঁরা একেবারেই ভুলে গিয়ে বাহ্যিক আড়ম্বরে মন দেন। প্রকৃত অভিনেতা হ'তে হ'লে নিম্নোক্ত গুণগুলির অধিকারী হ'তে হবে—বুদ্ধি, সত্ত্ব, লয়-তালজ্ঞতা, কৌতূহল (শিক্ষার ইচ্ছা), গ্রহণ (শিক্ষাসামর্থ), ধারণ (শিক্ষিত বিষয় স্মরণ রাখা), লজ্জা-ভয়-শ্রম-সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ। এমনি গুণান্বিত অভিনেতাই রসস্ফুরণের অধিকারী। এরপরের প্রয়োজন অন্তরঙ্গতা। যেমন নিজের অন্তরের সঙ্গে, তেমনি অপরের অর্থাৎ অভিনীত চরিত্রের এবং অভিনেতাদের পরস্পরের মধ্যেও প্রয়োজন আন্তরিকতা। "Their intimacy as people must be as great as the intimacy which they give their characters on the stage. They are an orchestra; their playing is a music, a harmony."

এই আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে বাক্য-অঙ্গ-মুখরাগ-সত্ত্বাত্মক অভিনয়ের দ্বারা নাটকের অন্তর্গত প্রতিভাময় ভাবকে যাহা ভাবিত অর্থাৎ আস্বাদ-যোগ্য করে, তাহাই ভাব। ভাব—যা বাগঙ্গসত্ত্বযুক্ত কাব্যার্থকে (রস) ভাবিত (উৎপাদিত) করে। এই ভাবের দ্বারাই রসনিষ্পত্তি ঘটে। মূল রস চার প্রকার – শৃঙ্গার (হাস্য), রৌদ্র (করুণ), বীর (অদ্ভুত) ও বীভৎস (ভয়ানক)। নাট্যকার তার বাচনের মধ্য দিয়ে এই রসস্ফূর্ত্তি করবে নাট্য-কৌশলের (টেকনিক) মধ্য দিয়ে এবং অভিনেতা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রসনিষ্পত্তি করবে। নাট্যশিল্পই জগতের মধ্যে একমাত্র শিল্প যা জীবনের দ্বারা জীবন্ত হ'য়ে উঠে। "It employs life to render life." Gordon craig বলেন,—"The actions of the actor's body, the expression of his face, the sounds of his voice, all are at the mercy of the winds of his emotions." তাই ও-দেশেও যেমন, আমাদের দেশেও নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন,—"A player does not play a character but literally is the character. There should be a deep intensity in the performance and a frank desire for absolute impersonation."

তাই, প্রকৃত রসসৃষ্টি করতে হলে অভিনেতাকে আপন সত্ত্বা ভুলে, অভিনীত চরিত্রের মধ্যেই মগ্ন হ'তে হবে। তবেই হবে অভিনয় জীবন্ত। সেই ভাবাবেগই আপনি রসসৃষ্টি করে দর্শককে অভিভূত করে চলবে। চরিত্রের বিকাশই অভিনেতার চরম লক্ষ্য হবে। সেই চরিত্রের রূপসৃষ্টি করতে যেটুকুমাত্র বহিরঙ্গ টেক্‌নিকের প্রয়োজন সেইটুকুই মাত্র গ্রহণ করবে, অতিরিক্ত এতটুকুও না। অলঙ্করণই (make up) সর্বস্ব নয়। তার দৈহিক অবস্থিতির প্রয়োজন ততটুকুই যতটুকু চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, অন্তরঙ্গ রসস্ফূর্তিই অভিনয়ের

জীবন। "Actors may use make up to the last degree, but there is always a spiritual differentiation far more significant than the physical, and there is always a sense of the form of life more important than either."

অঙ্গাভিনয় সম্বন্ধেও ও-দেশে যেমন এ-দেশেও নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌রা ততটুকুই করতে বলেন, যতটুকু অভিব্যক্তি সহায়ক। "Actors should realize the importance of crossing a stage, as a display not of themselves but of their characters." আমাদের নাট্য-শাস্ত্র মতেও, অভিনেতা বা অভিনেত্রী ইচ্ছামত রসানুকুল নূতন নূতন অঙ্গ-কর্ম প্রদর্শন করতে পারেন। পক্ষান্তরে, রসসৃষ্টির কথঞ্চিত বিরোধী অতিরিক্ত অঙ্গাভিনয় নিষিদ্ধ। উত্তম পাত্র বা অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির পাত্র কদাচ অঙ্গাভিনয় করবে না।

ভবিষ্যতে অপরাপর নাটকের মুখবন্ধে এইরূপ অভিনয় কলার বিচিত্র রূপসম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আমার নটবন্ধুরা যদি অবহিত হন, তবেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করব। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি—

শুভ, ১লা বৈশাখ ১৩৫০বাং
কলিকাতা

বিনীত
অয়স্কান্ত বক্সী

পূর্বরঙ্গ

মঞ্চদৃশ্যের নক্সা

খুনী

পূর্বরঙ্গ
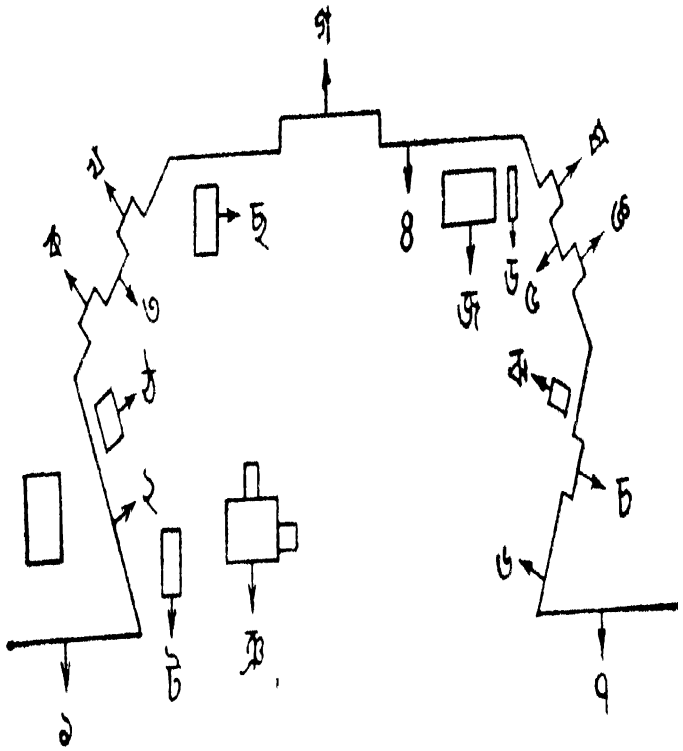
সাতখানি ফ্ল্যাট্ বা দেওয়ালে ফ্ল্যাট্ নম্বর থ্রির বসবার ঘরখানি নির্মিত।

১ চিহ্নিত ফ্ল্যাটের মধ্যভাগে কাটা। সেই কাটা অংশ একখানি নেটের (Net) কাপড়ের পর্দায় ঢাকা। সেখানি অন্ধকার রাখা হবে। টেলিফোন যে করবে, সে তার ভিতরে এলে আলোক জ্বলে উঠবে। টেলিফোন হয়ে গেলে পুনরায় অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

৩ চিহ্নিত ফ্ল্যাটে দুটি দরজা ভিতরের দুটি ঘরে যাবার।

৪ চিহ্নিত ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি বড় দরজা। দরজা একটি বড় হুড়্‌কো দিয়ে আবদ্ধ। ঐ দরজা সংযোগদরজা নামে নাটকের বর্ণনায় উক্ত হয়েছে। ঐ-দরজা যখন খোলা হবে, খোলা দরজায় দেখা যাবে পশ্চাতে ফ্ল্যাট নম্বর ফোরের বসবার ঘর। দরজায় মাত্র অপর ঘরের একখানি টেবিল ও চেয়ার দেখা যাবে।

৫ চিহ্নিত ফ্ল্যাটে বা দেওয়ালে দুটি দরজা ফ্ল্যাট নম্বর থ্রির অপর ঘরে যাবার।

৬ চিহ্নিত ফ্ল্যাটে বা দেওয়ালে আর একটি বড় দরজা। ঐ দরজা নাটকে বাহির-দরজা-রূপে উক্ত হয়েছে। ঐ দরজাতেই ফ্ল্যাটের বাহিরে বা ভিতরে যাবার একমাত্র দরজা।

আস্‌বাব্‌।

ছ চিহ্নিত আসবাব একটি ডিকাণ্টার আলমারি। তার মাথায় সাজানো থাকবে কাঁচের ডিকাণ্টার ও গ্লাস প্রভৃতি। আলমারির ভিতরে থাকবে সোডাপূর্ণ বোতল ও কাঁচের জলের কুঁজো, গ্লাস ও মদের বোতল ইত্যাদি।

জ চিহ্নিত আসবাব হচ্ছে একখানি লম্বা সোফা!

ড চিহ্নিত আসবাব হচ্ছে একখানি টিপয় ঘরের কোণে অবস্থিত—জ চিহ্নিত সোফার পাশে। ঐ টিপয়ে থাকবে একটি টেলিফোন ষ্ট্যাণ্ড ও টেলিফোন রিসিভার। টেলিফোনের ঘণ্টা বাজাবার জন্যে ভিতর থেকে একটি এ্যালার্ম ঘড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝ চিহ্নিত আসবাব হচ্ছে একখানি ছোট কৌচ।

ঞ চিহ্নিত আসবাব একখানি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সম্মুখে ও পাশের চিহ্নিত স্থানে হাতলবিহীন দুখানি চেয়ার থাকবে।

ট চিহ্নিত স্থানে থাকবে একখানি উঁচু ব্যাক দেওয়া ছোট আরাম কেদারা। ছোট এই জন্যে হওয়া উচিত যে, যখনই নিহত ব্যক্তিকে শুইয়ে দেওয়া হবে, তখনই চেয়ারখানার ব্যাক্ দর্শকের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ঠ চিহ্নিত স্থানে একখানি ছোট টাইপ রাইটার টেবিলের উপর একটি টাইপ মেশিন বসানো থাকবে ও সম্মুখে একখানি ছোট গোল চৌকি থাকবে।

টাইপ মেশিনের উপরে ২ চিহ্নিত ফ্ল্যাটে বা দেওয়ালে টাঙানো থাকবে একখানি নাতিদীর্ঘ আয়না।

দেওয়ালে দু চারখানি সৌখিন ছবি টাঙানো থাকবে।

সুবেশা তরুণী তৃষ্ণা টাইপ মেশিনের সম্মুখে বসে টাইপ করছে। সহসা সে উঠে দাঁড়ায়। টেলিফোন ঘণ্টা বেজে উঠে, সে যেয়ে টেলিফোন ধরে—কি বলে, টেলিফোন রেখে যায় টেবিলে। একখানি কাগজ নেয়, যায় টাইপ মেশিনে, বসে। সেইক্ষণে ঢং ঢং ক'রে ছটা বাজতে থাকে।

বাহির দরজায় এসে দাঁড়ায় রনেন্ সিন্‌হা।

রণেন। কাঁটায় কাঁটায় ছটা! — তৃষ্ণা ঘুরে চায়

হ্যালো! ইউ আর ষ্টিল অ্যাট ইওর মেশিন!

রণেন্দ্র সিন্‌হা। সুদর্শন, সুগঠিত দেহ। বয়স ৩৫ থেকে ৪২শের ভিতর। সুডৌল মুখশ্রী, আয়ত আননের মোহন দৃষ্টি নারীর মনাকর্ষণ করে। মুখে তার জয়ের দীপ্তি। সেই কমনীয়তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয়, এক অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। ব্যবহার ভঙ্গীতে ফুটে উঠে দক্ষতা। আন্তরিকতার লেশ নেই, শুধু সৌখিন লৌকিকতা। পরনে সাদা সিল্কের যোধপুরী পায়জামা, লম্বা কালো কোট ও মাথায় কালো ফার ক্যাপ্।

তৃষ্ণা। (সলজ্জ ভয়ে) আমি···আমি···

রণেন। কাম্ অন, কাম্ অন ডারলিং!

তৃষ্ণা। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

রণেন। 'পন্ মাই সোল! অপেক্ষা করছিলে—কেন? আজত শনিবার, তুটোর পরে কোন কাজ থাকতে পারে না।

সে যায় পশ্চাতে দেরাজের সাম্‌নে। ডিকাণ্টার থেকে ঢেলে আনে একটি পেগ্, সোডা মিশিয়ে।

আর কোন কথা আছে?

তৃষ্ণা। তুমি বলেছিলে—

রণেন এগিয়ে আসতে আসতে

রণেন। হুঁ! হুঁ!

তৃষ্ণা। সন্ধ্যায় আমাকে মেট্রতে নিয়ে যাবে নতুন ছবি দেখাতে!

রণেন। (টেবিলে গ্লাস নামিয়ে) বলেছিলাম!

তার দিকে চেয়ে হাসিতে মুখ ভরে এগিয়ে যেতে যেতে

সব ভুলে বসে আছি। ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্ ডারলিং—আজ আমি বড্ড ব্যস্ত। আর আজই যেতে হবে, এমন কোন—আই মিন্—আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু—একদিন গেলেই হবে।

পাশে গিয়ে তার হাতে ভ্যানিটি কেস্ তুলে দিয়ে তাকে ধরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে

হারি আপ্ ডারলিং !

তৃষ্ণার মুখে ফুটে উঠে গভীর হতাশার ছায়া। চোখের পাতায় জমে উঠে অশ্রুর বাষ্প

ছি ! চোখে জল !

তৃষ্ণার চোখের জল বাধা মানে না

আমি যে তোমারই ডারলিং। ইউর্স্ ফর এভার ! আমি যে তোমারই চির দিন।

সহসা তার সম্মুখীন হয়ে, স্কন্ধে হাত রেখে

লুক্ আপ, লুক্ আপ ডারলিং ! হাস, হাস প্রিয়া !

তৃষ্ণা হাসবার প্রয়াস পায়

এইত আমার লক্ষ্মীটি ! চিয়ার আপ্ !

তাকে ঠেলে দেয় দরজার দিকে

কাল সকালে ন'টার ভেতর আসা চাই। তুমি এসে আমার ঘুম ভাঙাবে। ঘুমের আবেশ ভেঙে, প্রথম দৃষ্টিতে মন ভরাবো তোমার হাসিতে। আমার বুকে মাথা রেখে, তুমি গাইবে ঘুম ভাঙানি গান। গুড্ নাইট !

তৃষ্ণাকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে। ফিরে এসে সে টেবিলে বসে কৌটো থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। আর এক চুমুক—

সহসা দ্বারে করাঘাত হয়

রণেন। কাম্ ইন্!

প্রবেশ করে সন্ধ্যা। অতিভব্য ধনী হিন্দু স্ত্রীর পোষাক পরনে। জুতো নেই পায়। মলিন তার মুখভাব

সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। আমি এসেছি।

রণেন উঠে আগ্রহভরে তার দিকে এগিয়ে যায়

রণেন। এস সন্ধ্যা! তোমার মধুরে ভরে উঠুক আমার মন প্রাণ।

সহসা দ্বারে পুনরায় করাঘাত হয়

সন্ধ্যা। ওকে?

রণেন। অন্তরের সম্পর্কহীন বাইরের প্রয়োজন। সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। কী।

রণেন। আমার যা প্রয়োজন, তোমার সে অপ্রয়োজন। সে কোলাহলে তোমার স্থান নেই, তাই—

সন্ধ্যা। কী।

রণেন। অন্তরালের সঙ্গোপনে চল।

সন্ধ্যা। কোথায়?

রণেন। ঐ ঘরে। গোধূলীর ধূলি উড়ে গেলে, শুক্ল চাঁদের শুভ্র চাঁদিমায় যে তোমার আবাহন সন্ধ্যা। কোলাহল যাবে থেমে, পুরবীর উদাসীসুর প্রবেশ করবে সুর পুরে, সেই শান্তি-ক্ষণে শুধু তুমি আর আমি, কল্যাণের সুর-সংগীতে হবে মুখর। চল সন্ধ্যা।

তাকে নিয়ে যায় "ক" চিহ্নিত দরজার ভিতরে। দ্বারে এসে দ্বার বন্ধ করতে করতে

একটুখানি সন্ধ্যা—একটুখানি।

সে দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে চায় হেসে

ইয়েস্ কাম্ ইন্ !

সে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

প্রবেশ করে বাসনা। পরনে সৌখিন শাড়ী। পায়ে জুতো। বয়স হবে ছাব্বিশ সাতাশ

বাসনা। বেবি !

রণেন গ্লাস্ তুলে

রণেন। আমার চিরজনমের প্রিয়াকে।

বাসনার চোখে ভর্ৎসনার জ্যোতি

বাসনা। নটি। কখন ফেলে পালিয়ে এসেছ !

রণেন। ঠিক ছ'টায় ছিল একটা অ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্, তাই,—জানি, বললে ছাড়বেনা।

বাসনা এসে "জ" চিহ্নিত কৌচে এলিয়ে পড়ে। রণেন তার পাশে যেয়ে বসতে বসতে

তোমার ফ্ল্যাটে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় আমি নিশ্চয়ই যাব বাসনা। এ-রাত্রি হবে আমাদের ভোগের উৎসবে বিহ্বল।

বাসনা। আমার হাতে মাথা রেখে ঘুমুবে তুমি, ঘুম পাড়াব আমি।

রণেন। কেমন করে ?

বাসনা। আমার শত চুম্বনে ক্লান্ত তোমার চোখের পাতা পড়বে ঢলে। আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম !

রণেন। (বাহুবেষ্টনে ধরে) ইউরস্, ইউরস ফর এভার, শত জনমের প্রিয়া।

দ্বারে হয় করাঘাত। চকিতে উঠে রণেন দাঁড়ায়
অপরাধের কুণ্ঠায় মুখ ভরে

বাসনা। (আর্তভাবে) কে?

রণেন। শুনছি সিম্‌লা থেকে এসেছেন আমার ফাদার-ইন্‌-ল।

বাসনা চকিতে উঠে দাঁড়ায়

বাসনা। তবে?

রণেন। একটুখানি ঐ ঘরে, আড়ালের অবগুণ্ঠনে চল বসবে।··· ক্ষণিকের মেঘ, চকিতে যাবে কেটে।

রণেন তাকে ধ'রে "ঘ" চিহ্নিত দরজা খুলে ঠেলে দিয়ে,
দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ায় প্রশান্ত মূর্তিতে হেসে

কাম্ ইন!

প্রবেশ করে তরুণী ক্ষণিকা

ক্ষণিকা। ডারলিং! মাই ডারলিং!

রণেন এগিয়ে যেতে যেতে

রণেন। মাই ডারলিং! এস, এস ক্ষণিকা।

"কোথা হ'তে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয়া আমার!
হে ব্যথিতা, হে অশান্তা, বলো আজি গাব গান
কোন সান্ত্বনার।"

ক্ষণিকা। "হোথায় প্রান্তর পারে
নগরীর একধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে
জ্বালি দীপখানি

বসে আছি পুষ্পাসনে
বাসরের রাণী,—
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী।”

রণেন। কাঁটায় কাঁটায় ছটায় একটা এপ্‌য়েণ্টমেণ্ট ছিল ডারলিং, তাই। আমি যে তোমারই, ইউরস্, ইউরস্ ফর এভার।

ক্ষণিকা। মনে আছে রাত্রে—

রণেন। লেকে মিট্ করব তোমাকে ক্ষণিকা।

ক্ষণিকা। টু নাইট ইজ্ মাই নাইট।

রণেন। শুধু তুমি আর আমি, আমাদের মিলনে এ-রাত্রি হবে মধুময়।

দ্বারে করাঘাত। রণেন চকিতে ভয়ার্তভাবে ঘুরে চায়

বোধ করি মাদার-ইন্-ল।

ক্ষণিকা। (বিচলিত ভাবে) এখানে ?

রণেন। আজই সকালে এসে পৌচেছেন। আমার মিনতি প্রিয়া, ঐ ঘরের অবরোধে একটুখানি ব'স। আমি এখুনি ফিরব তোমার বুকে, তাকে বিদায় দিয়ে।

ধরে তাকে “খ” চিহ্নিত দরজায় ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুরে চায়। প্রবেশ করে তরুণী তন্বী স্পৃহা

মেট্রতে সাড়ে নটায়···আমি ভুলিনি স্পৃহা।

স্পৃহা। (আবেগে এগিয়ে এসে) যাবে, যাবে বল—

রণেন। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটায় তোমার গলির মোড়ে, আসবে আমার রথ, বাজবে বাঁশী।

স্পৃহা। বাঁশীর তানে প্রাণ উতলা···

রণেন। আমার মানিনী রাধারাণী—তখন কি করবে শুনি?

স্পৃহা। কূল-ছাড়া মধুময়ী হবেন পথের নেশায় ভোর, গায়ের নীলাম্বরী লুটোবে ধূলায়, গলার স্খলিত মুক্তো লুব্ধ পথিককে করবে চোর।

রণেন তাকে থামিয়ে দেয় মুখে হাত দিয়ে

রণেন। চুপ্!

স্পৃহা। হোয়াট ক্যালামিটি!

রণেন। আমার···

স্পৃহা। কে।

রণেন। আমার ওয়াইফ। যে-কোন মুহূর্তে এখানে পৌচতে পারেন।

স্পৃহা। তবে?

দ্বারে করাঘাত

রণেন। ঐ বুঝি তিনি এসেই পড়েছেন।

স্পৃহা। হোয়াট্ দেন্?

রণেন। আনটু ছ্যাট্ চেম্বার, একটুখানি কম্বল চাপা! হারি, হারি আপ্ মাই ডারলিং।

সে ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দেয় "ঙ" চিহ্নিত দরজায়।
দরজা বন্ধ করে ঘুরে চায়

কাম্ ইন্!

প্রবেশ করে দরজা খুলে বাসনা

বাসনা। আইন-সঙ্গত পিতৃদেব—

রণেন। চলে গেছেন।

দ্বিতীয় দরজা ঠেলে প্রবেশ করে ক্ষণিকা

ক্ষণিকা। দণ্ড বিধির বিধাত্রী আইন সম্মত মা—

রণেন। পেটের পীড়ায় অস্থির।

তৃতীয় দরজা ঠেলে প্রবেশ করে স্পৃহা

স্পৃহা। আর তোমার ম্যারেড ওয়াইফ?

রণেন। স্ত্রী।

বাসনা, ক্ষণিকা, স্পৃহা। (সমস্বরে) স্ত্রী!

প্রবেশ করে সন্ধ্যা। রণেনের সৌখিন মুখভাব সহসা অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠে। আর হয় অপরিচিতার আবির্ভাবে আর সকলের মুখভাব। উদাসিনী সন্ধ্যা। রণেন তার পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ায়

রণেন। (তাদের দিকে চেয়ে) আমার স্ত্রী!

সগর্বে তাদের দিকে চায়

বাসনা। বেবি!

রণেন। (কঠিন কণ্ঠে) গুড্ নাইট! (তার স্বর আরও তীক্ষ্ণ হয়) গুড্ নাইট! (তীক্ষ্ণতম) গুড্ নাইট!

সকলে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যায় অশ্রুত রণেনের কণ্ঠস্বর ও মুখভাবে। তারা রণভঙ্গুর সৈনিকের মত বিচ্ছিন্ন

হয়ে বহিষ্ক্রান্ত হয়। রণেন অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে, ঠোঁটে হাসি টানবার প্রয়াস পেয়ে চায়

সন্ধ্যা। ওরা কারা ?

রণেন। সাঁতার-ক্লাবের সভ্যা।

সন্ধ্যা। অতি অসভ্যা। ভব্যতার লেশমাত্র নেই, ওদের দেহে, ভাবে, কথায়। এরা—

রণেন। এরা আধুনিক-সমাজের রাজহংসীদল।

সন্ধ্যা। তবে তোমার লেখা—

রণেন। কী সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা। ছেড়েছ সব, ছেড়েছ তাদের যারা তোমায় রাখত মুগ্ধ,—মায়ার মোহ জালে।

রণেন। ভুল সন্ধ্যা! আমাকে কি আজও চিনবে না? ওদের মায়া যত বাড়ে, আমার মায়া কাটে। ওরা কোনদিনই আমাকে ভোলায়নি, আজও না। ওরা খেলে, আমি খেলা দি। এই ত ওরা চায়, এর বাড়া আমায় পায়না। বিশ্বাস কর সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। সত্যি ?

রণেন। যেমন সত্যি দিনের শেষে নিত্য তুমি। তুমি এলে, পেলে কি তোমার বাবার আশীর্বাদ।

সন্ধ্যা। তাঁর আশীর্বাদ কোনদিন হবেনা বর্ষণ তোমার 'পরে। তাই, আমি এসেছি, তিনি জানেন না।

রণেন। এ আসায় ত আমি পাবনা কোনদিন তোমাকে। তুমি যাও, ফিরে যাও। চাই, যদি পরিপূর্ণ করে পাই। এ পাওয়াত সইবেনা,—তোমারও না, আমারও না।

সন্ধ্যা। তবে ?

রণেন। তুমি ফিরে যাও সন্ধ্যা। তাঁকে দুঃখ দিয়ে, এ-সুখ সইবেনা। চিরদিন বইবে তোমার ও আমার মধ্যে তাঁর অভিশাপের তপ্ত নিঃশ্বাস।

সন্ধ্যা। তবে আমি ফিরেই যাই।

রণেন। যাও। এ-ভুল তাঁর একদিন কাটবেই। আমার চাওয়া যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাকে পাবই। জগতে যথার্থ চাওয়া কোনদিন ব্যর্থ হয়না। হয়ত নিশি যাবে কেটে, দীপ জ্বলবেনা। নিশি অন্তে যে-দেবতা আসবেন আলোকের উৎসব নিয়ে, তাঁর রথ কে রুখবে।

বলতে বলতে তাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে যায় রণেন। আসে আলি রণেনের খানসামা। সে গৃহ কাজে মন দেয়। ফিরে আসে রণেন। সে যায় দেরাজের ধারে, ঢালে একটা পেগ। পেগ ঢেলে আসে টেবিলে, সে খায় এক সিপ। কৌটো থেকে সিগারেট বের ক'রে ধরায়। আলি সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

আলি!

আলি। খানা আপনার এইখানেই হবে, না আপনি হোটেলে খাবেন?

রণেন। আজ কোথাও নয় আলি—এইখানেই।

আলি। একা না, আর—

রণেন এক চুমুকে সবখানি শেষ করে ফেলে।

রণেন। আমার চরম দুর্দ্দিনে, আমার পাশে কে থাকবে আলি?

আলি। হুজুর!

রণেন। জানি বুঝতে পারছনা। অভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে পথ চলেছি—সব ছেড়েছি। পথই আমার ঘর, পথিক আমার বন্ধু। জান আলি, আমি হ'লাম উৎসব-বাড়ীর রোশ্‌নি। উৎসব ভাঙ্গে, তার জৌলুসও কমে। কেই বা দেয় তেল, কেইবা বাড়ায় পল্‌তে। শুধু থাকবে তুমি আমার পাশে।

আলি। (অতি বিস্ময়ে) হুজুর !

রণেন। কেউ নয়, আজ কেউ নয় আলি।

সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ফেলতে ফেলতে।

শুধু আমি আর তুমি।

আলি। হুজুর !

রণেন। ভুলত বলিনি আলি। শুধু তুমি থাকবে আমার সাহচর্যে, আজ আর কেউ নয়। বড় ক্লান্ত, আজ আমার বিশ্রাম।

"খ" চিহ্নিত দরজার দিকে যেতে যেতে ফিরে।

কটা বাজে ?

আলি। প্রায় সাড়ে সাতটা !

রণেন। আর দেরি নয়। একটা হুইস্কি···বালিশের তলায় আমার ব্যাগ আছে।

আলি যায় "ক" চিহ্নিত কক্ষে। রণেন ফিরে যেয়ে আর একটি পেগ, ঢালতে থাকে। ফিরে আসে আলি।

আলি। বালিশের তলায় ত ব্যাগ নেই হুজুর।

রণেন পেগ নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

রণেন। নেই ?

আলি। না হুজুর।

রণেন যেয়ে নিজে দেখে আসে

রণেন। সত্যিই ত নেই। তবে গেল কোথায়? সকাল থেকে ব্যাগে হাত দিয়েছি বলেত মনে পড়েনা।

আলি। এমনও ত হতে পারে, কোথায় রেখেছেন আর মনে নেই।

রণেন। মন আমার সর্বক্ষণই অধীনে থাকে আলি, শুদ্ধ যেটুকু রাত্রে মাতাল হয়ে থাকি, সেটুকু ছাড়া। যেখানে যেখানে রাখতে পারি, সব স্থানেই দেখেছি, তবু পলাতকার সন্ধান পেলাম না। আমি ভাবছি—

আলি। কী হুজুর?

রণেন। এই প্রথম নয়। আরও দুবার, তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, এর পূর্বপুরুষদেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আলি। সে জানি হুজুর। ভাবছি—

রণেন। কী?

আলি। যদি কেউ—

রণেন। আমার মহিলা বন্ধু—

আলি। হ্যাঁ হুজুর, যদি কেউ ভুলে···কিংবা ঠাট্টা করে—

রণেন। তারা নেয়নি আলি। তারা রসিকা বটে, কিন্তু ধনের কাঙাল ত তারা নয়, তারা যে রসের কাঙাল। অমূলক তোমার আশঙ্কা।

আলি। রাত্রে আমি কোনদিনই থাকিনা। তবু কি হুজুর—

রণেন। তোমাকে আমি সন্দেহ করিনা আলি। ব্যাগের একশ টাকার চেয়েও মূল্যবান অনেক কিছু তোমার হাতে রেখে, তোমার

হাতেই ফিরিয়ে পেয়েছি, তাই তোমার হাতের উপর আমার অবিশ্বাস নেই।

আলি। তবে কি—

রণেন। কী আলি ?

আলি। রাত্রে শুনেছি যেদিন মাতাল হ'য়ে ফেরেন—

রণেন। একদিন নয়, প্রতিদিনই আলি।

আলি। লিপ্টম্যান আবদুল—

রণেন। প্রতিরাত্রেই আমাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যায়। বড় ভালমানুষ বুড়ো। বক্‌শীষও সে পায় প্রতিরাত্রেই আমার কাছ থেকে, দু একটাকা। সে যাক। ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের দুজনকেই সতর্ক থাকতে হবে আলি।

ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে আলির হাতে দিয়ে রণেন "খ" চিহ্নিত ঘরে প্রবেশ করে। আলি আসবাব পত্রে মনোনিবেশ করে। সেইক্ষণে প্রবেশ করে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে হাতে স্যুটকেশ নিয়ে, সুবেশা সুদর্শনা তরুণী মন্দাকিনী।

মন্দা। (উত্তেজিত ভাবে) বেবি! বেবি!

আলি এগিয়ে এসে সেলাম করে দাঁড়ায়।

সাহেব—

আলি। তিনি ও-ঘরে পোযাক ছাড়ছেন।

মন্দা মাটিতে স্যুটকেশ রেখে "জ" চিহ্নিত সোফায় বসতে বসতে।

মন্দা। উঃ! এক গ্লাস জল—

আলি গ্লাসে সোডা ঢেলে এনে তার হাতে দেয়। মন্দা এক চুমুকে পান করে গ্লাস তার হাতে দিয়ে ক্লান্তিতে ও অবসাদে চোখ বুজে কৌচে ঢলে পড়ে। আলি ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। প্রবেশ করে গাউন ও যোধপুরি পায়জামা পরনে পর্দা সরিয়ে রণেন। রণেন মন্দাকে দেখে খুশিতে মুখ ভরে।

রণেন। ডারলিং!

মন্দা চকিতে চোখ খুলে চেয়ে দেখে, উঠে দাঁড়ায়।

মন্দা। ও বেবি!

রণেন বাহু বাড়িয়ে তার দিকে যায় এগিয়ে। সে এসে পড়ে তার বুকে।

বেবি! বেবি! বেবি!

রণেন। (অত্যধিক আবেগে) মাই ডারলিং!

কটি বেষ্টনে তাকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে।

মন্দা! শুধু দুটো দিন।

রণেন। মনে হয়, কত যুগ আমার প্রিয়া, আমার মন্দাকে ধরিনি বুকে। কী স্নিগ্ধ! কী মধুর তোমার স্পর্শ মন্দা!

বসিয়ে দেয় তাকে একখানি আরাম কেদারায়, নিজে বসে তার হাতলের উপর তার দিকে ঝুঁকে।

তুমি মন স্থির করেছ মন্দা?

মন্দা। বল, তুমি আমাকে ভালবাস ?

রণেন। দি আইডিয়া! তুমি কি জাননা মন্দা যে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি।

মন্দা উঠে টেবিলের মধ্যভাগে এসে দাঁড়ায় সম্মুখ দিকে। রণেন তার পশ্চাতে যেয়ে দুই বাহুর মধ্যে হাত চালিয়ে বুকে ধরে দাঁড়ায় তার কাঁধে মুখ রেখে।

কেন এ অবিশ্বাস মন্দা ?

মন্দা। কী যেন কী মনে হয়। সদাই ছেয়ে থাকে মনের আকাশ, এক অশান্তির কুয়াসায়।

রণেন। কী ?

মন্দা। তোমার স্ত্রী···তোমার স্ত্রী···

সে উচ্ছ্বসিত ভাবে যেয়ে লুটিয়ে পড়ে "জ" চিহ্নিত কৌচে।

রণেন। আমার স্ত্রী !

সে অকারণে হেসে উঠে। হাসির বেগ বাড়তে থাকে। তারপরে যেয়ে বসে তার পাশে।

সে আছে এবং থাকবেই। তার অস্তিত্ব ত কোনদিন গোপন করিনা মন্দা। হিন্দুর ঘরে যে-বোঝা চাপে ঘাড়ে, তাকে ইচ্ছা থাকলেও, নামাবার অসুবিধা। সমাজ বোঝাকে অস্বীকার করবার যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু অপরকে আহ্বান করবারও বিপত্তি তোলেনি। থাকুক সে-বোঝা অবুঝ হয়ে আমার পিঠে। এস মন্দা তুমি আমার বুকে। আমি তোমাকেই চাই। বল, তুমি আমাকে করবে বরণ ?

মন্দা। হ্যাঁ।

রণেন। এস, আমরা এখান থেকে চলে যাই সমস্ত বন্ধনের বাধা কাটিয়ে মুক্ত পাখীর মত মুক্তির আকাশে। যাবে মন্দা ?

মন্দা জবাব দেয় না, শুধু চেয়ে থাকে স্বপ্ন ঘোরে।
রণেন ধরে তাকে তুলে সম্মুখে এগিয়ে যেতে যেতে

বল, বল মন্দা, তুমি আমাকে ভালবাস।

মন্দা। বাসি। তোমাকে আমি এত ভালবাসি—

রণেন। কি মন্দা ?

মন্দা। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠে। এক এক সময় মনে হয়—

রণেন। কী মন্দা ?

মন্দা। তোমাকে এত ভালবাসি যে, কিছুতেই আমার ভয় নেই। এত বিপুল, এত বিরাট সে যে, বুঝি বিশ্বের বিশাল রূপও রূপায়তনে ক্ষুদ্র। মাঝে মাঝে সেই বিপুলতার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলি, ফেলি তোমাকেও। ভয়ে আমার প্রাণ ওঠে কেঁপে। আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে, তোমার নাগাল আমি পাইনা।

সে যেয়ে বসে "ঝ" চিহ্নিত কৌচে। রণেন তার পাশে যায়।

রণেন। মন্দা মন্দা !

মন্দা। ঐ মধুরে আসে আর এক অমধুর।

রণেন। সে কে ?

মন্দা। তোমার অপরূপ,—কী ভীষণ, কী নির্মম ! তবু, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, সেই রূপ আর অরূপের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলি।

রণেন তার চুল নিয়ে খেলা করে বলে।

রণেন। কল্যাণ—

মন্দা। (চম্‌কে উঠে) কে!

সে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়। রণেন তার অনুগমন করে।

রণেন। তুমি তাকে ভালবাস।

মন্দা। মা তাকে ভালবাসেন।

রণেন। (চোখের কোণে তাকে মুহূর্তে দেখে নিয়ে) হ্যাঁ, আমরা কোথায় যাব?

মন্দা। সত্যি, কোথায় যাব?

রণেন। কাশ্মীর যাবে মন্দা!

মন্দা। (হঠাৎ পুলকে জ্বলে উঠে) কাশ্মীর! কাশ্মীর! আমার কামনার স্বর্গ কাশ্মীর! মর্তলোকের নন্দনবন।

রণেন। ভারতের ল্যাণ্ড্ অপ্ ড্রিম্‌স্—য়ুরোপের সুইটজারল্যাণ্ড!

প্রবেশ করে আলি কার্ড নিয়ে। রণেন মন্দাকে ছেড়ে কার্ড দেখে সাতঙ্কে।

সার শিবপ্রসাদ।

মন্দা। এটর্নি শিবপ্রসাদ?

রণেন। মন্দা, লক্ষীটি একটু ও-ঘরে যেয়ে বস।

আলি বেরিয়ে যায়।

কুইক! কুইক মাই গার্ল।

মন্দা ও রণেন 'ক' চিহ্নিত দরজায় প্রবেশ করে। প্রবেশ করে সার শিবপ্রসাদ। তাঁর পরনে সুট, নাকে পিন্‌স্‌লেজ্। বয়স দৃঢ় ও ষাটের উপর।

দাম্ভিক মুখ ভাব। আলি সেলাম করে প্রস্থান করে। তিনি সতর্কতার সঙ্গে একে একে সমস্ত দরজা লক্ষ্য করেন। পায়চারি করতে করতে পশ্চাতের 'গ' চিহ্নিত দরজার দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ থামেন, চকিতে চারিদিকে চান। ক্ষিপ্রহস্তে দরজার অর্গল খুলে দেন। তেমনি ক্ষিপ্রপদে এসে ঘরের মধ্য ভাগে দাঁড়ান। রণেন প্রবেশ করে এসে তাঁর পদে প্রণত হয়।

রণেন। সিম্‌লা থেকে কবে এলেন ?

শিব। দিন পনেরো।

রণেন। আপনার কমিটির কাজ হ'য়ে গেল বুঝি ?

শিব। কাজ স্থগিত রেখে আমাকে আসতে হয়েছে। তোমার জন্যে।

রণেন। (বিস্ময়ের ভাণ করে) আমার জন্যে ?

শিব। হ্যাঁ, তোমার জন্যে। আমি জানতে এসেছি, তুমি কী করতে চাও।

রণেন শুদ্ধ সবিস্ময়ে চায়।

তুমি আজও তার প্রত্যাশা কর ?

রণেন। স্ত্রীর উপর স্বামীর একটা সহজ দাবি আছে। সে-অধিকার আমি ত্যাগ করলেও, সমাজ ত করতে দেয়না।

শিব। দাবির জোর তোমার নেই। সে তুমি হারিয়েছ তোমার ব্যবহারে।

রণেন। আমার চাওয়ার মধ্যেই আমি তাকে সত্য করে তুলতে চাই।

শিব। শুধু চাতুরীতে মিথ্যাকে কোন দিনই সত্য করে তোলা যায়না। মিথ্যার ফাঁদে সত্য কোন দিন ধরা দেবেনা।

রণেন। আমাকে মিথ্যার ফাঁদ ভেবে, কোন দিনই সত্যকে দেখতে চাননি। কী আমার আপরাধ!

শিব। কী তোমার অপরাধ! ইউ আর এ ক্রিমিনাল।

রণেন। এ-কথা সত্য যে, আমি ক্রিমিনাল ব্যবসায়ী। অন্তরে আমি কোনদিন ক্রিমিনাল নই ; সেখানে আমি খাঁটি।

শিবপ্রসাদ উচ্চ হাস্য করে উঠেন।

শিব। অন্তরে বাহিরে চৌর্য প্রকট হয়ে উঠলেই, লোকে চুরির ব্যবসায়ে মন দেয়। চুরির ব্যবসা কর, অথচ চোর নও।

রণেন। আপনাকে অস্বীকার করেছি, কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি অস্বীকার করিনি। সুখের দৈন্য কোন দিনই তাকে অসুখী করেনি। করেছেন আপনি তাকে অসুখী—আপনার অন্ধ স্নেহের বাহুল্যে। আপনার অধিকার অমান্য করে, আমি সেদিন আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যে—আমার অনাদরে নয়, আপনার নির্দেশে সে হ'ল বঞ্চিতা।

শিব। কী যোগ্যতায় তুমি ঘর বাঁধতে চাও?

রণেন। যোগ্যতা আমার ছিল—

শিব। (সাহঙ্কারে) যোগ্যতা! যাক, তুমি আবার তাকে চিঠি লিখছ কেন?

রণেন। স্ত্রীর স্থান স্বামীর পাশে, এইটাই আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। শংকরও ছিলেন ভিখারী, কিন্তু উমা হিমালয়ের ঐশ্বর্য সম্ভারও তুচ্ছ করে, পথেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

শিব। দেবতার সব গুণই পেয়েছ, কেবল পাওনি তাঁর কপালের আগুনটুকু। সেই আগুনই মহাদেবতাকে দিয়েছিল সমস্ত নির্গুণকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নেবার শক্তি। তোমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই, সেই কথাটাই বলবার জন্যে, আমি সিমলা থেকে এসেছি। আমার স্ত্রী ঐ মেয়েরই দুঃখে তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছে। আমার শেষ অবলম্বন ঐ মেয়ে ; এই নরকের মধ্যে টেনে এনে তাকে মরতে দিতে আমি পারব না। কি, কী তোমার উদ্দেশ্য ?

রণেন। যে-ঘর আপনি দিয়েছেন ভেঙে, তাকেই আমি সংস্কার করতে চাই।

শিব। যে-তাল-পাতার ছাউনি, দম্‌কা হাওয়ার অপেক্ষা রাখেনা, সে-ঘরে আমি তাকে আসতে দেবনা। এতবড় মিথ্যার মোহে তাকে আর ডুবতে দেবনা। তোমার এ সঙ্কল্পে বাধা দিতে, আমি কোন হীনতাই অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত নই। সে-আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করতে যদি আমাকে খুনীও হতে হয়, তবে সেই চরম দণ্ডই আমি গ্রহণ করব আমার আত্মজাকে বাঁচাতে। গার্হস্থ্য ধর্মের অপব্যবহারী, তুমি কি বুঝবে পিতার বেদনা। শংকরী হয়ত পথেই এসেছিলেন শংকরের পাশে, কিন্তু হিমালয়ের বেদনাত ঐতিহাসিক লেখেনি। কী ঝড় সেদিন উঠেছিল হিমালয়ের বুকে, তার ইতিহাস যেদিন রচিত হবে, সেদিন কোটি পিতার হাহারবেও তা শান্ত হবেনা। তাই ত তুষার-শুভ্র পাষাণ-দেবতা আজও স্তব্ধ মৌনী। তাঁর চোখের জলে শত-জাহ্নবী স্রোতস্বিনী।

রণেন। খুন! খুন করবেন আপনি ?···হাহাহা···

শিব। আমার ব্যথাকেই তুমি ব্যঙ্গ কর, তার নাগাল আমি তোমাকে দেবনা।

তিনি ধীর পদবিক্ষেপে উচ্ছ্বসিত আবেগ রোধ করতে করতে বেরিয়ে যান। রণেন বিপুল ব্যঙ্গে হেসে উঠে। পরে, ডিকাণ্টার থেকে মদ ঢেলে পান করে।

আবদুল। (নেপথ্যে) আমি বলছি, আমি নিইনি।

সেইক্ষণে অনিচ্ছুক আবদুলকে টেনে প্রবেশ করে আলি। রণেন এগিয়ে আসে বিস্মিত ভাবে।

রণেন। এর অর্থ কি আলি?

আলি। ওরই পকেট থেকে বেরিয়েছে এই ব্যাগ।

আলি টেবিলের উপর ব্যাগ রাখে। রণেন "ট" চিহ্নিত চেয়ারে বসে।

রণেন। এ কথা সত্য আবদুল?

আবদুল সেলাম করে।

আবদুল। না হুজুর।

রণেন। তুমি নেওনি না, তোমার পকেট থেকে বেরোয়নি।

আবদুল। আমি নিইনি হুজুর। লিফ্টের কাজ হয়ে গেলে, লিফ্টের পাশের ঘরে আমরা পোষাক খুলে রেখে যাই। আজ বিকেলে কাজে এসে, পকেটে দেখতে পাই এই ব্যাগ।

রণেন। তোমার পকেটে যদি কেউ ওটা শত্রুতা করে রেখেই থাকে, তবে আমাকেই ওটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তোমার বেশ ভালই জানা আছে যে, ওটা আমারই ব্যাগ। যখন আমার পকেট থেকে, তোমার পকেটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ওই নিষ্প্রাণ ব্যাগটি তখন

স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই যায়নি। ফিরিয়ে না দিয়ে এবং সেটা পকেটে রেখে কি, তুমি আলির সন্দেহটাই ঘুলিয়ে তোলনি? প্রতিরাত্রে তুমি আমাকে ঘরে আসবার সাহায্য করতে, এই চুরিরই সন্ধানে। এখন বুঝতে পারছি, এতদিন যে-টাকা আমার চুরি গিয়েছে, সে তুমিই নিয়েছ। দুঃখীকে অর্থ সাহায্য করতে আমি কোনদিন কার্পণ্য করিনি। কিন্তু চুরির প্রশ্রয়ও আমি কোনদিন দেবনা।

রণেন উঠে টেলিফোন ধরে। আবদুল তার পদতলে পড়ে।

আবদুল। আমি বড্ড গরীব। এ চাকরি গেলে ছেলে-পুলে নিয়ে, না খেয়ে মরব হুজুর।

রণেন হাতে টেলিফোন চেপে।

রণেন। তবে স্বীকার করছ, এ চুরি তুমিই করেছ!

আবদুল। মাহিনার সামান্য টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারিনে। অর্থ রোজগারের ফিকিরে, আমি রেস্ খেলতে শুরু করি। রেসে হেরে দেনাই বাড়ে। শোধ করবার উপায় না পেয়ে—

রণেন। আমারই অসহায়তার সুযোগ নিয়েছ? (টেলিফোনে) হাল্লো!

আবদুল। হুজুর!

রণেন। ফ্ল্যাট নম্বর থ্রি স্পিকিং। মিঃ গফুর আছেন? বাড়ী গেছেন। কখন? সকালে আটটায় ফিরবেন? থ্যাঙ্ক ইউ।

রিসিভার রেখে

আজ রাত্রের মত তুমি নিশ্চিন্ত। কাল সকালে পুলিশ হাজতেই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আবদুল। আপনি কি হুজুর আমাকে পুলিশেই দিতে চান ?

রণেন। চোরকে প্রশ্রয় দিতে নেই আবদুল।

আবদুল যেতে যেতে

আবদুল। আমার কাচ্চা-বাচ্চার ওপরেও যদি আপনার দয়া না হয়, আর—যদি আপনার নালিশে আমাকে জেলেই যেতে হয়—

রণেন। তবে ?

আবদুল। তবে আপনাকেও এর ফলভোগ করতে হবে হুজুর।

রণেন। (অপরিমিত ক্রোধে) গেট্ আউট! গেট্ আউট ইউ রাস্কেল !

রণেন তার দিকে এগুবার আগেই আলি তাকে বের করে দেয়। রণেন "ট" চিহ্নিত আরাম কেদারায় বিরক্তভাবে বসে। আলি পেগ ঢেলে তার হাতে দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেইক্ষণে মন্দা সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে। আরাম কেদারার পেছনে এসে তার কাঁধে দুইহাত রাখে, রণেন বাহু বাড়িয়ে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করে তার মাথা নত ক'রে আপনার কপোলে চেপে ধরে।

মন্দা। কখন যাবে ?

রণেন। আজ-রাত্রে। এখুনি। আলি !

আলির প্রবেশ

আমি এখুনি রওনা হব আলি !

আলি। হুজুর !

রণেন। হ্যাঁ আলি, কাশ্মীরের দিকে। প্যাক্ এট্ ওয়ান্‌স।

আলি "খ" চিহ্নিত ঘরে প্রবেশ করে।

মন্দা। কাশ্মীর!

রণেন। মর্ত্য লোকের স্বর্গ—প্রেমিকের মিলন-কুঞ্জ।

মন্দা আনন্দ আবেগে দুলে উঠে সরে যায়।

মন্দা। কাশ্মীর! কাশ্মীর! কাশ্মীর!

রণেন উঠে টেবিলের সামনে বসে এ-ড্রয়ার সে-ড্রয়ার টেনে কি খুঁজতে থাকে। পরে টাইম-টেবিল দেখে হঠাৎ কপাল চাপড়ে।

রণেন। হা হতোস্মি!

মন্দা। (সাতঙ্কে ঘুরে চায়) কী?

রণেন। কাশ্মীর যাবার ট্রেন আজকার মত বিদায় নিয়েছে,—

সহসা উঠে মন্দার কটিবেষ্টন করে সম্মুখ-ভাগে এনে।

তবু, তবু, আমাদের কল্পনার পাখী যখন উড়েছে, সে উড়ুক তার দুচোখ যেদিকে চায়। অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দ-নেশায় ভরপুর তার মন। মুক্তি-পথের যাত্রীকে কে দেবে বাধা।

হঠাৎ ঘুরে তার সম্মুখীন হয়ে।

লিস্‌ন্ মাই হার্ট! এ-মধু-রাত্রি আমরা ব্যর্থ হতে দেবনা। আমরা যাব—আমরা যাব।

মন্দা। (স্তিমিত কণ্ঠে) কোথায়?

রণেন। (আনন্দ উৎসবে নেচে) পথে, ঘাটে, মাঠে; কোন বিজন

বিপিনে বুড়ো গাছের ছায়ায়। অভিযানের পথে পথে আমরা ক্লান্তিকে করব জয়। প্রেমের মদের নেশায় বিভোর, সবুজ ঘাসের গালিচায় আমরা রচব বাসর—চন্দ্রমার চন্দ্রাতপে। সেই হবে মর্ত্যলোকের নন্দনবন, প্রেমিকের নব কাশ্মীর।

রণেন তাকে বুকে টেনে স্বপ্ন ঘোরে মিষ্টি স্বরে ডাকে।

মন্দা!

মন্দা এক অসহ্য উত্তেজনায় দুলে উঠে। ধরা গলায় সে বলতে থাকে। আলি ব্যাগ রেখে বেরিয়ে যায়।

মন্দা। যাক অমর্ত্য, যাক মর্ত্য, যাক ইহকাল কালের আবর্তে ডুবে। শুধু তুমি আর আমি থাকব যুগ যুগান্ত, কাল কালান্ত পথের ধূলায় ধূসর। আমার ঘর ভেসে যাক, পথই হক কাম্য। চল, চল, চল!

আলি প্রবেশ করে

আলি। হুজুর!

সেইক্ষণে দরজায় করাঘাত শ্রুত হয়। রণেন চকিতে নিম্নস্বরে বলে।

রণেন। আমি গৃহে নেই, কোথায় গেছি তোমার জানা নেই। আই এ্যাম্ আউট টু এভ্‌রি ওয়ান।

আলি বেরিয়ে যায়।

কল্যাণ। (নেপথ্যে) আমি জানি সাহেব ঘরেই আছে।

আলি। (নেপথ্যে) না হুজুর।

মন্দা। (আতঙ্কে) কল্যাণ!

রণেন ঘুরে চায় হিংস্র দৃষ্টিতে।

রণেন। (কণ্ঠে বজ্রের নির্ঘোষ) কে?

সেইক্ষণে দরজা খুলে প্রবেশ করে আলিকে ঠেলে কল্যাণ। বয়স তার বছর তিরিশ। সুগঠিত সুন্দর চেহারা। মেধাবী মুখভাব। রণেন এগিয়ে যায়। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়—তাকায় পলায়নরতা মন্দার দিকে। মন্দা পলায়নের অবকাশ না পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। আলি বেরিয়ে যায়।

কল্যাণ। আপনিই কি মিঃ সিন্‌হা?

রণেন। (বিনয়ে নত হয়ে, মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে) এ্যাট্ ইউর সারভিস্!

কল্যাণ। নমস্কার!

রণেন। নমস্কার!

কল্যাণ। রীতি বিগর্হিত এই প্রবেশের জন্য আশা করি মাপ করবেন। আপনার বেহারা সত্য কথা বলেনি—

রণেন। মিয়ার কন্‌ভেনশন। মিথ্যা ঠিক বলেনি। বোধ করি বুঝিয়ে সে বলতে পারেনি যে, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক।

কল্যাণ। আপনার সঙ্গে দেখা করাটাও আমার প্রবেশের যথার্থ উদ্দেশ্য নয়।

মন্দার দিকে চেয়ে।

মন্দা!

রণেন। আমার জন্মতিথি উপলক্ষে ওঁকে আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

কল্যাণ। প্লিজ!

রণেন। বেগ ইউর পার্ডন। মেক্ ইউরসেল্ফ এ্যাট্ হোম। ওন্‌চিউ?

কল্যাণ। মন্দা!

মন্দা। (মরিয়া ভাবে) তুমি কি বলতে চাও যে, কোন বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করবারও আমার অধিকার নেই!

রণেন। আপনার পরিচয়?

কল্যাণ। ওর আমি একজন হিতৈষী বন্ধু। ওর মায়ের অনুরোধে আমি এসেছি। আমি চাইনা যে, ও এমন কিছু করে যাতে ওকে ভবিষ্যতে অনুশোচনা করতে হয়।

মন্দা উত্তেজিত ভাবে কল্যাণের দিকে এগিয়ে আসে।

মন্দা। কল্যাণদা! তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কারুর সাহায্য না নিয়েই আজ আমার পথ চলবার সামর্থ হয়েছে।

কল্যাণ। তোমাকেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জন্ম তোমার য়ুরোপে হয়নি, হয়েছে ভারতবর্ষে। তোমরা শিক্ষিতা হয়েছ, হয়েছ অভ্যস্তা ভ্যানিটি কেশ হাতে স্বচ্ছন্দে পথ চলতে, কিন্তু পথচারি ঐ অগুন্তি লোকের পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য কোন দিনই তোমাদের হয়না। পথ চলতে পার অবাধে, কিন্তু মানুষ চেনবার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এই মাত্র যাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার পরিণতির পরিপক্কতা জানিয়ে বন্ধুত্বের দাবি করছ, চেন কি তাঁকেই?

মন্দা। চিনি কি চিনি না, সে আমার সমস্যা। কিন্তু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যা বলতে এসেছ, হয়েছে কি বলা শেষ?

কল্যাণ সহসা ক্ষিপ্তভাবে রণেনের সম্মুখীন হ'য়ে।

কল্যাণ। আপনার চাতুরী আমি জানি।

রণেন। (বিস্ময়ের ভাণ করে) 'পন্ মাই সোল! আপনার ভুল হচ্ছে কল্যাণবাবু।

কল্যাণের দিকে চেয়ে মন্দার উদ্দেশে।

মন্দা! তোমার হিতৈষী বন্ধুর সঙ্গে তোমার কথা, আমার আড়ালে হলেই ভাল হয়। হয়ত কল্যাণবাবু অনেক কিছুই বলতে চান, যা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন আমার সম্মুখে।

রণেন যাবার উদ্যোগ করে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

মন্দা। না। আমাকে বলবার ওঁর কিছু নেই। যদি বলতেই চান, তবে তোমার সম্মুখেই ওঁকে বলতে হবে।

রণেন। কল্যাণবাবুকে সব খুলে বলাই তোমার উচিত। তাতে ওঁর মন অনেকটা হাল্কা হবে।

হেসে কল্যাণের দিকে চেয়ে।

আমি আমাদের ফ্ল্যাটের কমন রুমটায় চললাম, সেখানে আপনার কোন কথাই আমার কানে পৌঁচবেনা। আমার বিষয়ে ওঁর সঙ্গে আপনি খোলাখুলি আলোচনাই করতে পারবেন।

মন্দা। আমাকে উপলক্ষ ক'রে তোমার সম্বন্ধে আমি ওঁকে কিছুই বলতে দেবনা।

রণেন। আই রিলাই অন্ ইউ ডারলিং। কল্যাণবাবু, মেক্ ইওর সেল্ফ এ্যাট হোম।

রণেন বাহির দরজায় বেরিয়ে যায়।

কল্যাণ। (হঠাৎ আবেগে তার দিকে এগিয়ে যেয়ে) আমার জন্যেও না, তোমার মায়ের জন্য তুমি ফিরে চল মন্দা। তুমি জান, এ আঘাত তাঁর কতখানি মর্মান্তিক হ'য়ে বাজবে।

মন্দা। আঘাত তাঁর না লাগাই উচিত। আমি এমন কিছু করছি না যাতে তাঁর বা আর কারও কিছু বাজতে পারে। রণেনবাবুকে বিবাহ ক'রে ধর্মমতে আমি তাঁর বধূ হতে চাই। আমি তাঁকে ভালবাসি।

কল্যাণ। ভালবাসা! তার প্রতি তোমার এ ভালবাসা নয়, মোহ। আর, বোধ করি তুমি জাননা যে, সে বিবাহিত।

মন্দা। জানি।

কল্যাণ। জান!

মন্দা। ষোলশ গোপিনীর দেশে এত-অতি সাধারণ কথা কল্যাণদা।

কল্যাণ। অসাধারণ রণেনের কাছে, এ অসাধারণই মন্দা। তোমার পূর্বে, এমনি সে কত নারীর জীবন দিয়েছে ব্যর্থ করে।

মন্দা। তার অসাক্ষাতে, তার সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ইঙ্গিত, না-করতেই অনুরোধ জানাই।

কল্যাণ। যাকে জীবনের মত বরন করে নিতে চাও, তাকে চিনতে পারাটাই মঙ্গলের মন্দা। অত্যন্ত দুষ্কৃতীয় এই রণেন—আই মিন—এ নটোরিয়াস গ্যাংস্টার। সারশিবপ্রসাদের টাকায়, সে য়ুরোপ থেকে দুষ্কার্য্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে এসেছে। মেয়ে-চালান তার ব্যবসা। প্রেমের ছলে শিকারকে ভুলিয়ে, সে অর্থের বিনিময়ে করাচী, সিন্দ্, সুদূর এফ্রিকাতে পর্যন্ত চালান দেয়।

দরজায় মৃদু করাঘাত করে প্রবেশ করে রণেন।

রণেন। ওয়েল্, আই অ্যাম্ ইন্টারাপ্ট ইটিং।

কল্যাণ দ্রুত ফিরে চায় রণেনের দিকে।

কল্যাণ। আমার মিনতি মিঃ সিন্‌হা, আপনি ওকে ত্যাগ করুন।

রণেন। ওয়েল!

কল্যাণ। মন্দা ছেলেমানুষ, ও বুঝতে পারছে না, কি করছে।

মন্দা। ডোণ্ট্ মেক্ ইওর সেল্ফ্ এ ফুল্ কল্যাণদা। তুমি এখান থেকে যাবে কিনা বল।

কল্যাণ। তোমাকে এই অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে রেখে, আমি যাবনা।

মন্দা। (উম্মাদ ভঙ্গীতে) কল্যাণদা!

রণেন যেয়ে মধুর হাসিতে মুখ ভরে তার স্কন্ধে হাত রাখে।

রণেন। লিভ্ দিস্ টু মি ডারলিং। তুমি একটুখানি ওপাশের ওই কমন রুমটাতে যেয়ে বস, আমি দুমিনিটে কল্যাণবাবুকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মন্দা অবাধ্যতার ভঙ্গীতে তার নাগালের বাইরে যেয়ে দাঁড়ায়।

মন্দা! মাই ডারলিং!

সে তাকে ধরে দরজার বাইরে রেখে আসে। দরজা বন্ধ করে সে কল্যাণের দিকে হেসে চায়।

ওয়েল!

কল্যাণ। আপনাকে আমি চিনি, মিঃ সিন্‌হা!

রণেন। (রঙ্গভরে) ইন্‌ডিড্!

যেয়ে একটা পেগ ঢালতে ঢালতে।

মে আই অফার ইউ।

কল্যাণ। থ্যাঙ্ক ইউ। আমি খাই না।

গ্লাস এনে সে টেবিলের সম্মুখের চেয়ারে বসে। সে কল্যাণকে অপর একখানিতে বসবার অনুরোধ জানায়। কল্যাণ বসে না।

রণেন। তারপর।

সে এক সিপ্ খায়।

কল্যাণ। আই নো ইওর গেইম্ মিঃ সিন্‌হা।

রণেন। ইনডিড্!

কল্যাণ। এরই মত অনভিজ্ঞা-স্বাধীন-চেতা তরুণী, সেন্টিমেণ্টাল টু দি কোর অফ দেয়ার হার্টস্, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে বয়স, অভিভাবক আছে কি নেই, এমনি মেয়েরা আপনার শীকার। তাদের আপনি প্রেমে ফেলেন। বিবাহের ভাণ করে, তাদের নিয়ে আপনি যান হনিমুনে—সিঙ্গাপুর কি ব্যাটাভিয়ায়, এফ্রিকায় কি এবিসিনিয়ায়। ফুলশয্যার পর যেদিন আপনি ফিরে আসেন, সেদিন ইউ কাম্ ব্যাক্ এ্যালোন। ডোন্‌চিউ?

রণেন। হোয়াট নেক্‌স্‌ট!

মদ্যপান করে।

আপনার এই উদ্‌ভাবনীর তত্ত্ব বোধ করি মন্দাকে জানিয়েছেন?

টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে।

আপনার ইচ্ছা যে, আমি মন্দাকে ত্যাগ করি, কেমন?

কল্যাণ। প্রিসাইস্‌লি।

রণেন। (হঠাৎ আগ্রহে) কোন নারীই আমাকে কোনদিন মোহে ফেলতে পারেনি। ভাল আমি একজনকে বাসি, তাছাড়া সব ফাঁকি। কোন রূপই আমার প্রলোভন নয়। তাদের রূপের যাচাই আমি করি অর্থের পরিমিতিতে, জহুরী যেমন জড়োয়ার মূল্য নির্ধারণ করে। মন্দাকে ত্যাগ করাটাও তেমনি আমার কাছে বড় কথা নয়।

কল্যাণ। তবে?

রণেন। এক সর্তে।

কল্যাণ। কী সে সর্ত?

রণেন। তাকে মধ্যে রেখে, যে-আঁক আমি কষে রেখেছি—

কল্যাণ। সংখ্যা?

রণেন। পাঁচহাজার।

কল্যাণ। পাঁচহাজার!

রণেন। ইজিন্‌ট্‌ সি ওয়ার্থ ফাইভ থাউজেণ্ড টু ইউ?

কল্যাণ। আমি গরীব।

রণেন। মন্দার প্রতি আপনার সহজ ভালবাসাই তার সন্ধান দেবে কল্যাণবাবু।

কল্যাণ। আপনি বড়-বেশী এগিয়ে চলেছেন মিঃ সিন্‌হা।

রণেন। স্পেকুলেশনই যে ব্যবসার গোড়ার কথা। ব্যবসা করি, দর কষাকষি করি না। চীনে জুতোওয়ালাদের কথায় বলতে হয়,—টেক্‌ টেক্‌—নো টেক্‌ নো টেক্‌। ফিক্‌স্‌ড প্রাইস্‌!

কল্যাণ। আমার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে—

রণেন। পাকা ব্যবসাদারদের খদ্দেরের মনস্তত্ত্ব জানবার কৌশলী হতে হয়।

কল্যাণ। কৌশলের বাড়াবাড়ি হলে—

রণেন। গলায় দড়ি।

কল্যাণ। আপনার নিষ্ঠুরতার চরম বিকাশে, আপনার গলায় দড়িই এঁটে দিতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।

রণেন। সেই ভাল, আপনি তাই করুন কল্যাণবাবু, পয়সাও বাঁচবে, মন্দাও মুক্তি পাবে।

সে দুপাশের দুটি ড্রয়ার খুলে, বাঁ হাতে তুলে রিভলবার, ডান হাতে সিগারেট কেশ। চকিতে সিগারেট কেশ খুলে সম্মুখে ধরে।

এটি নেবার আগে, নিন্ একটি সিগারেট।

কল্যাণ। ওকি?

রণেন। রিভলবার। গুলি ভর্তী আছে। নিন কল্যাণবাবু, আপনার কণ্টক বিদায় হ'ক।

হঠাৎ আগ্রহে সে হাত বাড়ায়। কি ভেবে সে হাত টেনে নেয়। নেয় রণেনের হাত থেকে সিগারেট। রণেন দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। সে ঘন ঘন সিগারেট টানতে থাকে। রণেন উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে তার সম্মুখে রিভলভার রাখে।

রইল আপনার নাগালেই অস্ত্র। ইচ্ছা করলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

কল্যাণ। (হঠাৎ উত্তেজনায়) রণেনবাবু!

তাকে উত্তেজিত করতে রণেন বলতে থাকে।

রণেন। আর তা যদি না পারেন, তবে আপনার প্রিয়তমা, মানস-কুঞ্জের কল্পলতাই থাকবে, বাস্তবে সে ধরা দেবেনা কোনদিন। সে হবে

আমার ইচ্ছাদাসী। প্রেমের হাটে তাকে চড়া দামে ছাড়ব। ইন্দোচীনে কি শ্যামে, হংকং কি ম্যানিলায় কোন প্রবাসী ভারতবাসীর সেহবে ঘরণী।

কল্যাণ অস্থির চাঞ্চল্যে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে চায় রিভলবার। কি ভেবে হাত সরিয়ে নেয়।

কল্যাণ। আপনার খেলা আমি জানি। আপনি চান আমি এমনি একটা কিছু করি, যাতে সহজেই আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে, আপনার কার্যোদ্ধার করেন। আমি অত বোকা নই।

রণেন চকিতে আরাম কেদারা ঘুরিয়ে স্থাপন করে।

রণেন। তবে এই আরাম কেদারায় বসে আরাম করুন। মধুর স্বপ্নে আপনার প্রিয়তমা মন্দার উদ্ধারের জাল বুনতে থাকুন।

কল্যাণের সর্বাঙ্গ উঠে টলে। সে উঠে টেবিল ধরে আপনাকে সামলায়।

রণেন। অনভ্যাসে হয়ত সিগারেটের ধোঁয়া মাথায় উঠেছে।

কল্যাণ চমকে উঠে সিগারেট চোখের সামনে ধরে পরীক্ষা করতে থাকে।

কল্যাণ। সিগারেট!

সে অপরিসীম ক্রোধে রণেনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা পায়।

ইউ স্কাউণ্ড্রেল! ইট ইজ্ ড্রাগ্ড্!

সে চেয়ার ধরে টলে পড়বার উপক্রম হয়। সে ঘুরে আরাম কেদারায় পড়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়।

রণেন। বোধ করি আপাততঃ নিশ্চিন্ত। আলি!

আলির প্রবেশ

সাহেবের নেশা হয়েছে, নেশা কাটতে বোধকরি ঘণ্টাখানেক লাগ্‌বে। ওঁকে নিয়ে নিচে নামিয়ে ওঁর গাড়ীতে তুলে দেও। ড্রাইভারকে বলবে— সাহেব মাতাল হয়েছেন। ওঁকে পৌছে, মেমসাহেবকে পাঠিয়ে দেবে।

কল্যাণকে টেনে নিয়ে আলি বাহির দরজায় বেরিয়ে যায়। সংগীত সংগতিতে মঞ্চ পরিপূর্ণ হয়। রণেন যেয়ে পেগ ঢেলে খেতে থাকে। মন্দা প্রবেশ করে বাহির দরজায়।

মন্দা। কল্যাণ চলে গেছে?

রণেন। হ্যাঁ।

মন্দা। আর আসবেনা?

রণেন। বোধ হয় না। চল, আমরা যাই।

স্যুটকেশ তুলে তার হাতে দেয়।
নেপথ্যে করাঘাত।

মন্দা। কে?

মন্দা ঘুরে চায়।

রণেন। একটুখানি, তুমি ও ঘরে গিয়ে বস। দেখি—

সে দরজার দিকে অগ্রসর হয়। মন্দা সুটকেশ নিয়ে "ঙ" চিহ্নিত ঘরে প্রবেশ করে। রণেন বাহির দরজা খুলতেই প্রবেশ করে সন্ধ্যা।

রণেন। তুমি!

সন্ধ্যা। বাবার সঙ্গে কথা আমার শেষ হয়েছে।

রণেন। কি কথা? পারলে কি আনতে ক্ষমা, কুড়োতে আশীর্বাদ?

সন্ধ্যা। প্রত্যাখানের দুঃখ আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

রণেন। তবে?

সন্ধ্যা। স্বামীর পায়ের ধূলো মাথায় লেপে, বাবার অভিশাপের গরল অমৃত করে তুলব।

রণেন। তাই এস সন্ধ্যা। তোমার কল্যাণ-স্পর্শে আমার সকল অশুভ হ'ক শুভ্র। জীবনের অপরিচ্ছন্ন অংশটা, যা গ্লানির মত সকলকে করেছে পীড়ন, কুড়িয়েছে অভিশাপ, তোমার স্পর্শ-মহিমে হ'ক সমুজ্জ্বল।

সন্ধ্যা। তাই, আমি এসেছি।

রণেন বুকে টেনে নিয়ে।

রণেন। এস সন্ধ্যা, আবার আমরা নতুন ক'রে ঘর পাতি। আমার ঘরে তুমি সন্ধ্যারাণী—মাথায় কনক চাঁপার গোছা, কপালে টিপ চাঁদমণি।

সন্ধ্যা। ওগো আমার ভোলা, তোমার সকল ভুল কাটুক, এই কামনা করি।

রণেন। ভুলত ভোলা কোন দিন করেনি সন্ধ্যা। ভুল তাকে বুঝেছে ত্রিভুবন। তাকে দেখেছে দুর্গম পথে বিক্ষত ফিরতে, পরিপূর্তি ছেড়ে

শূন্য ঝুলি হাতে মাধুকরী-বৃত্তি নিতে। কিন্তু, দেখেনি—দেখেনি সন্ধ্যা, সে-যাত্রার কৃচ্ছ্রতা যে আর্তের আর্তিচ্ছেদে, শূন্য ঝুলি কোটি দুঃখীর শূন্যতার প্রতীক্ হ'য়ে ঝোলে তাঁর বুকে। তাইত ফিরে আসে অন্নপূর্ণার পরিপূর্ণ মন্দিরে—কণ্ঠে, অন্নদে—অন্নদে! কোটি অন্নহারার হাহাকার ফোটে সেই রবে।

সন্ধ্যা। ওগো, তবে বল, যা শুনি সব মিথ্যা।

রণেন। বিশ্বাস করবে কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। কী?

রণেন। ভুলের বোঝা থেকে স্বয়ং ভোলানাথও আপনাকে মুক্ত করতে পারেন নি; তাঁর ভুলই রইল সত্য—তাইত তিনি ভোলানাথ। যে-ভুল বুঝলে তোমার বাবা, যে-ভুলে ভুল করলে তুমি, সে আমার ভুল নয়—স্বেচ্ছাবৃত অবাঞ্ছিত জীবন যাপন। অন্তরের অন্তরঙ্গতা আমি হারাই নি, তাইত বারে বারে ফিরে আসি ঐ ভোলানাথেরই মত আমার অন্নপূর্ণার দ্বারে।

সেইক্ষণে ডাকে মন্দা।

মন্দা। বেবি!

সন্ধ্যা চমকে উঠে।

সন্ধ্যা। কে ডাকে তোমার নাম ধরে?

মন্দা। বেবি!

সন্ধ্যা। না, তোমার সব মিথ্যা। আমি যাই—

রণেন। (আগ্রহে হাত ধরে) সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। (হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) যে-জীবনের ভার তোমার ও আমার হয়েছে দুঃসহ, তাকেই নামিয়ে দেব। আমার মুক্তিতে তোমার মুক্তি হবে।

সে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বেরিয়ে যায়। রণেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চোখে তার অবারণ অশ্রু। পশ্চাতে মন্দা এসে দাঁড়ায় সুটকেশ নিয়ে।

রণেন। সন্ধ্যা! সন্ধ্যা!

মন্দা। ও কে?- কাঙালের মত কাকে ডাকছিলে এতক্ষণ?

রণেন। শংকর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কার দ্বারে ভিক্ষার্থি দাঁড়িয়েছিলেন—জান?

মন্দা। অন্নপূর্ণা।

রণেন। আমারও ভুলের পারে উনি থাকেন, তাইত মাঝে মাঝে তাঁর দ্বারে ভিক্ষার অঞ্জলি পাতি।

মন্দা। সে কে?

রণেন। আমার জীবনের হিসাব খাতায় সব খরচের অন্তে জমে উঠা অঙ্ক। তাই ত তাঁর কুশল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

রণেন রুমালে চোখ মুছে।

আলি!

আলির প্রবেশ

আমার গাড়ীতে মেম সাহেবকে হোটেলে পৌছে দিয়ে এস।

আলির প্রস্থান

মন্দা! এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তুমি যাও হোটেলে, ঘর ঠিক করে রেখেছি। কাল সকালে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় আমি হাজির হব তোমার ঘরে।

তাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফের আসে। যেয়ে পেগ ঢেলে খায়। টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে আসে আরাম কেদারায়, ধীরে ধীরে আলো নিভতে থাকে। পরে অন্ধকার হয়ে যায়।

ফেড্ ইন্

প্রাতঃকাল—বেলা ৮টা। ধীরে ধীরে আলোক জ্বলতে থাকে। 'ক' চিহ্নিত কক্ষের অর্ধ উন্মুক্ত দরজায় আসে একটি আলোকের ক্ষীণ রশ্মি। বেহালায় প্রাতঃ সংগীতের আলাপ আরম্ভ হয়। আলোক বাড়লে দেখা যায় আরাম কেদারায় কাহার দেহ রেখা। প্রবেশ করে তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। বেবি!

সে মঞ্চের চারিদিকে চেয়ে দেখে। সে যায় 'ক' চিহ্নিত কক্ষে। খোলা দরজায় আরও কিছু আলোক রশ্মি প্রবেশ করে।

(শয্যাকক্ষে) বেবি!

সে বেরিয়ে আসে। সম্মুখে আরাম কেদারায় কাহাকে শায়িত দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

হুঁ! তুমি ওইখানে শুয়ে, আর আমি সারা বাড়ী খুঁজে অস্থির।

কিছু দূর এগিয়ে ঘরের মধ্যভাগে দাঁড়ায়।

ও! বুঝেছি তোমার ছলা। তুমি দেবেনা সাড়া, আমি ঘুম-ভাঙানি গান না গাইলে। গান গাইবার আগে যদি না চোখের পাতা খোলে, আমিত গাইব না গান! বারে!, তবু খুলছনা চোখ!

পাশে যেয়ে হাতলে বসে।

হায়রে! এমনি নেশায় বিভোর যে, বিছানায় শোবারও অবকাশ হয়নি!

উঃ! এমনি নেশার আমেজ যে, উঠে একবার পাথাটাও খুলে দিতে পারনি! ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ।

সহসা হাত তুলে চোখের সামনে ধরে।

একি! ঘাম না…রক্ত! এত রক্ত কেন?

সে আর্তনাদ করে উঠে। সমস্ত মঞ্চ লাল আলোকপাতে রঞ্জিত হ'য়ে উঠে।

যবনিকা

ফেড্ আউট

অন্ত্যরঙ্গ

প্রাতঃকাল বেলা ৯॥০টা। আরাম কেদারা শূন্য। মেঝেতে ও কেদারায় রক্তের দাগ। টেবিলের উপর স্তূপাকারে রক্ষিত কতকগুলি জিনিষ। ডিটেক্‌টিভ সাব ইনেসপেক্টার সত্যেন টেবিলের বামভাগে বসে টেবিলের ড্রয়ারের কাগজপত্র মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। তার বয়স অনুমান ৩০।৩২। নাকের নিচে গোঁফ। কলিকাতা পুলিশের পরিচ্ছদ। তার সম্মুখে খোলা নোটবুকে মাঝে মাঝে লিখছে।

পশ্চাতে 'ক' চিহ্নিত কক্ষের দরজা থেকে আসতে আসতে মেঝেতে কি লক্ষ্য করে থমকে দাঁড়ায়—ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর খান সাহেব ছোবহান। বয়স অনুমান ৪৫।৪৬। মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি ও সৌখীন গোঁফ। পরনে খাকি ফুল প্যান্ট ও সার্ট, হাতে একখানি বড় লেন্স। মেঝে থেকে একটি পিতলের বোতাম তুলে তিনি লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন।

সত্যেন। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সুইসাইড! আমি বলছি এ আত্মহত্যা।

ছোবহান। হঠাৎ হ'ল কি সত্যেন?

সত্যেন। হাতে ওটা কী সার?

ছোবহান। একটা পেতলের বোতাম—ম্যান্‌সনের মনোগ্রাম আঁকা।

সত্যেন। দ্বীপান্তর! বেঁচে থাকলে লোকটার সরাসরি নির্বাসন—

ছোব্‌হান। কেন হে?

সত্যেন। (উঠে তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিয়ে) পড়ে দেখুন সার। নিজের বিরুদ্ধে এমন জ্বলন্ত প্রমাণও কেউ যত্ন করে রাখে!

ছোব্‌হান। (পড়ে) ভ্যানিটি। এগুলি ভদ্র তরুণীদের হৃদয় জয়ের গর্ব।

সত্যেন। আমি যদি বলি সেই জয়ের অবসাদেই সে আত্মহত্যা করেছে!

ছোব্‌হান। আপাত দৃষ্টিতে আত্মহত্যা বলেই ভ্রম হয়।

সত্যেন। কেন?

ছোব্‌হান। খুনের কোন মোটিভ পাইনা। অর্থের অভাব নেই, নতুন প্রেয়সী রূপসী তরুণী। মর্ত্যের অমর্ত্য-লোকে মিলন-বাসর রচবার আসন্ন সম্ভাবনা। বিবেকের অভিঘাত তার ছিলনা বল্লেই হয়। তবে? হাঁ ভালকথা, হাঁসপাতালে ডক্টর আহ্‌মেদকে ফোনে বলে দিয়েছ ত যে, অস্ত্রোপচারে বুলেট বেরুলেই এখানে সংবাদ দেয়।

সত্যেন। হ্যাঁ সার।

ছোব্‌হান টেবিল থেকে একখানি রক্ত-চিহ্নিত কারেন্সি নোট নিয়ে লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করেন।

কারু আঙ্গুলের ছাপ আছে।

ছোব্‌হান। এ-চিহ্ন কাজে লাগবে।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করে কনেষ্টবল শফিক্। ছোব্‌হান নোট রেখে ফিরে চান।

শফিক। ম্যানেজার সাব্।

সে বাইরে যেতেই প্রবেশ করেন ভয়ে ভয়ে ম্যানেজার গফুর সাহেব। তাঁর পরনে ঢিলা পায়জামা ইত্যাদি। বয়স অনুমান পঞ্চাশ। লোকটি ব্যস্তবাগীশ। সর্বক্ষণ পান চিবানোর অভ্যাস।

গফুর। আদাপ্ আরশ! হা-হা-হা, লাস্! লাস্ তাহ'লে চালান দিয়েছেন? তবে কি আত্মহত্যাই সাব্যস্ত হ'ল?

সত্যেন। খুন!

গফুর। ছোব্হান আল্লা! খুন! এই বাড়ীতে খুন! একেবারে মানুষ খুন!

ছোব্হান। মিঃ সিন্হা আপনাদের কতদিনের টিনাণ্ট?

গফুর। আন্দাজ মাস তিনেক। হায়রে! কে জানে যে সাহেব খুন হবে।

সত্যেন। জানলে বোধকরি নোটিশ দিতেন?

গফুর। ছোব্হান আল্লা! জানতাম একদিন খুন হবেই।

সত্যেন। জানতেন?

গফুর। এঁ্যা! না না, ছোব্হান আল্লা! এই বলছিলাম কি—

ছোব্হান। কি?

গফুর। আজ্ঞে, এই মাতাল, সাহেব বেহেড্ মাতাল। তারওপর—আহা!

সত্যেন। কী?

গফুর। এই সব হুরী-পরীর নিত্যি আনা গোনা! তাই,—

সত্যেন। খুন না হোলেও রোগে সে মরতই।

গফুর। (একগাল হেসে) ছোব্হান আল্লা! ঠিক্, ঠিক ধরেছেন।

ছোব্‌হান। ভাড়াটেদের কোন লিষ্ট আছে ?

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা ! লিষ্ট থাকবেনা ! একেবারে রেজিষ্ট্রার আছে, রেজিষ্ট্রার।

ছোব্‌হান। এ-তলায় কটা ফ্ল্যাট আছে ?

গফুর। চার কাম্‌রার দুটো। আর তিন কাম্‌রার একটা। তিন কাম্‌রার ফ্ল্যাট্‌টা খালি থাকায়, সকলে এটা কমনরুম—মানে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গোপন কিছু থাকলে ওইখানেই বসে !

ছোব্‌হান। এ তালার ভাড়াটেদের নাম বলতে পারেন ?

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা ! মোটে ত দুটি—তা আর জানবনা। ওই যে দেখছেন দরজা, ওইটে হচ্ছে বোস্ সাহেবের।

ছোব্‌হান। বোস্ সাহেবকে এখন পাওয়া যায় ?

গফুর। আজ্ঞে না। তাঁকে আম্‌রাই পাইনে ত, আপনি। তিনি হলেন কথায় বলেনা—ডুমুরের ফুল।

সত্যেন। এ সর্ট অফ্ মিষ্টিরিয়াস চ্যাপ্ !

গফুর। কি বল্লেন ?

সত্যেন। মানে রহস্যময়—যাকে বলে, আজগুবি লোক।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা ! ঠিক ধরেছেন। এই ধরুন না, তিনি আসেন কি আসেন না, কিন্তু ভাড়া ঠিক আগাম পাঠিয়ে দেন। আমরাও ভাবি, মরুক তার পরিচয়, কোন হাঙ্গাম ত নেই।

সত্যেন। চাকর বাকর ?

গফুর। সে সবের ও বালাই নেই। মাসে চাকরের জন্যে দশটা করে টাকা পাঠিয়েই খালাস। চাকর আছে কি না আছে, তার সন্ধানও নেন না। পুলিশের লোক মশায়, গোপন কিছু করবনা। আমাদের লোক দিয়েই কাজটা চালিয়ে দি—আর, হাহাহা !

সত্যেন। আর টাকাটা পকেটে ফেলে দেন।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা! ত্যাইতেই বলে পুলিশের লোক ইসারায় বুঝে নেয়।

ছোব্‌হান এতক্ষণ পশ্চাতের দরজা পরীক্ষা করছিলেন।

ছোব্‌হান। এ-দরজার হুড়কো কি এমনি খোলাই থাকে?

গফুর চেয়ে দেখে।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা!

ছোব্‌হান। কী?

গফুর। আরে, খুল্‌লে কে?

সত্যেন উঠে আসে।

সত্যেন। মানে? এ দরজার কি কোন রহস্য আছে?

গফুর। রহস্য নেই? অতি গুরুতর রহস্য মশায়, অতি গুরুতর রহস্য। ঐ দরজাই দেখছি সমস্ত গণ্ডগোলের মূল।

সত্যেন। গণ্ডগোলটা কি, একবার প্রকাশ করুন না!

গফুর। প্রকাশ করব! একেবারে গেঁথে দেব মশায়—গেঁথে দেব! একেবারে ইঁট সুরকির পাকা গাঁথুনি।

সত্যেন। গাঁথবেন কী আর গাঁথবেনই বা কেন!

গফুর। হাঙ্গামাটা একবার চুকলে হয়।

ছোব্‌হান। হ'ল কি?

গফুর। ঐ দরজার জন্যে জানেন মশায়, ঐ দরজার জন্যে একটা প্রণয় কাণ্ড একেবারে প্রলয় কাণ্ড দাঁড়ায়।

ছোব্‌হান ও সত্যেন হেসে ওঠে। গফুর মিঞা ব্যস্তভাবে যেয়ে একখানি ঘরের মধ্যভাগের চেয়ার টেনে বসবার উপক্রম করেন। ছোব্‌হান তাঁর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে হতে বলেন।

ছোব্‌হান। আরে, আরে, সর্ব্বনাশ!

গফুর একলাফে একপাশে যেয়ে দাঁড়ায় ভীতভাবে।

সত্যেন। কি বিপদ!

গফুর সেদিক থেকে আবার অপর দিকে দৌড় দেন হাঁপাতে হাঁপাতে। ছোব্‌হান ও সত্যেন তাহার ভীতিভাব দেখে হেসে উঠে।

ছোব্‌হান। ভয় পাবার কিছু নেই।

গফুর। ভরসাই বা কই। একেবারে মানুষ খুন!

ছোব্‌হান। ঐ চেয়ারের নিচে আছে একটা পায়ের দাগ। সেটি সযত্নে আমরা রক্ষা করতে চাই।

গফুর। আপনারা রক্ষা করুন, আমাকে বিদায় দিন সাহেব। কী হাঙ্গামাতেই পড়লাম!

ছোব্‌হান। ও-ঘরের চাবিটা একবার দিতে হবে।

গফুর। আচ্ছা, আমি স্বয়ং নিয়ে আসছি। আদাপ!

প্রস্থান

ছোব্‌হান। পায়ের দাগের মাপটা টুকেছ?

সত্যেন। হ্যাঁ সার।

ছোব্‌হান কি করবে ভেবে না পেয়ে পায়চারি করতে থাকে।

ছোব্‌হান। প্রথম পুলিশ সংবাদ পায় কার বিবৃতির ওপর ?

সত্যেন নোট দেখে।

সত্যেন। শ্রীমতি তৃষ্ণা সোম –মিঃ সিন্‌হার টাইপিষ্ট্‌।

ছোব্‌হান। টাইপিষ্ট! রট! টাইপিষ্ট তার বাহ্যিক পরিচয়। আসলে তিনি এই আধুনিক ডন্‌জুয়ানের প্রেমমুগ্ধার বহুর একটি। তাকে আমাদের পরে প্রয়োজন হবে। এখন, সাহেবের খোদ্‌ খান্‌সামা আলিকে চাই।

সত্যেন ঘণ্টা বাজাতে প্রবেশ করে শফিক।

সত্যেন। আলি।

শফিক বাইরে যায় প্রবেশ করে আলি।

ছোব্‌হান। কাল রাত্রে তুমি কখন বাড়ী যাও ?

আলি। আন্দাজ নটা।

ছোব্‌হান। একটু আগে যে বলেছ, কোনদিন কোন পুরুষ বন্ধুকে সাহেবের ঘরে আসতে দেখনি—এ-কথা কি সত্য ?

আলি। জি হুজুর।

ছোব্‌হান টেবিল থেকে একখানি ভিজিটিং কার্ড তুলে নেয়।

ছোব্‌হান। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) সাহেবের টেবিলে এই কার্ড পাওয়া গেছে, এ-সম্বন্ধে কিছু জান ?

আলি। গত সন্ধ্যায় দুজন সাহেব আসেন—একজন বুড়ো, একজন জোয়ান। বুড়ো সাহেব চলে যাবার পর আসেন জোয়ান সাহেব। বুড়ো সাহেব কার্ড দিয়ে এসেছিলেন—

ছোব্‌হান। আর জোয়ান সাহেব।

আলি। ধাক্কা দিয়ে।

সত্যেন। মানে জোর ক'রে ?

আলি। জি হুজুর। কিন্তু, সে-কার্ড আমি নিজে ছিঁড়ে ফেলেছি হুজুর।

ছোব্‌হান। কার্ড ছিঁড়ে ফেলা সত্ত্বেও পাওয়া যায় আর একখানি কার্ড। এটা নোট করে নেও সত্যেন।

সেইক্ষণে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠে। সত্যেন যেয়ে রিসিভার তোলে।

সত্যেন। দিস্ ইজ ডিটেক্‌টিভ সাবইনেস্পেক্টর স্পিকিং। কাকে ? বেবি ? বেবি ?

সে চারিদিকে চাইতে থাকে।

আলি। সাহেবের আদরের নাম বেবি।

সত্যেন। আপনার বেবি অর্থাৎ মিঃ সিন্‌হার এখানে গতরাত্রে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটা একসিডেণ্ট—হ্যাঁ, আপনি এলেই সব জানতে পারবেন। কি নাম বললেন ? শ্রীমতি মন্দা মিত্র। ও, কে !

রিসিভার রেখে।

বড় উত্তেজিত মনে হল। ওঁর ওখানে মিঃ সিন্‌হার যাবার কথা ছিল, আজ বেলা দশটায়।

আলি। ওঁরই সঙ্গে কাল সাহেব কাশ্মীর যাবার আয়োজন করেছিলেন।

ছোব্‌হান। তারপর সেই জোয়ান সাহেব—

আলি। তিনি হুজুর ঐ-বিবিরই খোঁজে এসেছিলেন।

ছোব্‌হান। তার নামটা তোমার জানা আছে ?

আলি। তাঁদের কথায় আমি জানতে পারি, তাঁর নাম কল্যাণ।

ছোব্‌হান। হুঁ! এখন তুমি যেতে পার।

আলির প্রস্থান

সত্যেন। কল্যাণ আসে মন্দার খোঁজে।

ছোব্‌হান। কি অনুমান কর সত্যেন?

সত্যেন। মনে হয় কল্যাণ মন্দার কোন আত্মীয়, তাদের ইলোপমেণ্টের খবর পেয়ে, আসে মন্দার খোঁজে।

ছোব্‌হান। এর থেকে আমরা একটি মোটিভ পাই, কেমন? আচ্ছা, ঐ কার্ডখানা পড়ত।

সত্যেন। (কার্ড পড়ে) সার শিবপ্রসাদ।

ছোব্‌হান। টেলিফোন নম্বর আছে?

সত্যেন। B. B. 012.

ছোব্‌হান। ঐ নম্বরে একটা ফোন কর। যদি পাও, তবে তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ জানাও।

সত্যেন রিসিভার তুলে

সত্যেন। এক্সচেঞ্জ প্লিজ! B. B. 012.

ছোব্‌হান টেবিল থেকে রিভলবার তুলে পরীক্ষা করতে থাকে

হ্যালো! ইজ দ্যাট্ B. B. 012? ইজ সার শিবপ্রসাদ ইন, প্লিজ? উই আর ডিটেকৃটিভ ডিপার্টমেণ্ট ক্রাইম। ইন্‌স্পেকৃটর ছোব্‌হান।

ছোব্‌হান। ফান্নি!

সত্যেন। কী?

ছোব্‌হান। রিভলবার পাচ্ছি, বুলেট পাচ্ছি, পাচ্ছিনা শুধু কার্তিজ কেশ্‌।

সত্যেন। ইয়েস্‌।

ছোব্‌হানকে ইঙ্গিত করে। ছোব্‌হান টেলিফোন ধরে।

ছোব্‌হান। দিস্‌ ইজ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেকটর ছোব্‌হান স্পিকিং সার। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে মাপ করবেন। আমি পার্ক ষ্ট্রীটে মহম্মদালি ম্যান্‌সন থেকে বলছি। এখানে গতরাত্রে আপনার পরিচিত বন্ধুর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁর নাম মিঃ রণেন সিন্‌হা। আই মিন রণেন। আর, এ, এন্‌, ঈ, এন্‌—ইয়েস্‌ ইয়েস। বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌ সার। কি? আপনি চেনেন না, আপনি নাম পর্যন্ত শোনেন নি?

সত্যেন। ধরা দিতে চান না।

ছোব্‌হান। আপনার একখানা ভিজিটিং কার্ড এই ফ্ল্যাটে পাওয়া গেছে। জানি আপনি কাজের লোক, তবু আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য এখানে আসতেই হবে। থ্যাঙ্ক ইউ সার।

ছোব্‌হান রিসিভার রাখে।

শফিক্‌!

শফিকের প্রবেশ

লিপ্টে এখন যে লিপ্টম্যান আছে, তাকে ডাকতে হবে।

শফিকের প্রস্থান

সত্যেন। লিপ্টম্যান?

ছোব্‌হান। ম্যান্‌সনে ঢুকতে আর বেরুতে ওদের চোখের সাম্‌নে দিয়েই হয়, তাই ওদের চেয়ে বেশি খবর আর কেউ রাখেনা। হ্যাঁ, দেরাজের ওপরকার সব গ্ল্যাসগুলো ভেতরে রাখ, মাত্র একটি ছাড়া।

সত্যেন সেইরূপ করে

কারণ, নোটের ওপরকার এই আঙ্গুল-ছাপ ভেরিফাই করতে হবে।

সত্যেন গ্লাসটি রুমালে মুছে সন্তর্পণে রাখে

ভেতরে সোডা আছে ?

সত্যেন একটি সোডাপূর্ণ বোতল বের ক'রে রাখে। সে ফিরে আসতেই প্রবেশ করে শফিকের সঙ্গে লিফ্টম্যান ভীম সিংহ। মোটা সোটা লম্বা চওড়া লোক।

শফিক। লিফ্টম্যান ভীমসিংহ।

শফিকের প্রস্থান। ভীম সিংহ সেলাম করে।

ছোব্হান। ফ্ল্যাটের সাহেব কাল খুন হ'য়েছেন জান ?

ভীমসিংহ। জি হুজুর।

ছোব্হান। উঠতে নামতে প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ত। সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি সেলাম করতে, তিনি কথা কইতেন। সাহেব তোমাকে খুব ভালবাসতেন, কেমন ?

ভীমসিংহ। নেহি হুজুর।

ছোব্হান। নেহি !

ভীমসিংহ। সাহেব বড় মাতাল ছিলেন। উহিবাস্তে হামি তাঁর সঙ্গে বড় একটা কথা বলে নাই, মাতালকে হামি বড় ডর করি। সেই ভয়ে রাতের ডিউটি হামি লিই না হুজুর।

সত্যেন। পালোয়ানের মত চেহারা, মাতালকে ভয় ?

ভীমসিংহ। কুস্তি হামি লড়তে পারি, কিন্তু মাতালের প্যাঁচ্‌কে আমি বড় ডর করি। শুনিয়ে সাহেব, এক মাতাল সাহেব থা, ঐ দু নম্বর ব্লকে। একবার সে সাহেব লিপ্টে উঠে কাঁদতে লাগল। হামি ভাব্‌লে সাহেবকে

কুছ্ চোট্ লেগেছে। হামি বলি সাহেব কাঁদনা, কাঁদনা। সাহেব হামার গলা ধরে বলে,—ডারিং ডারিং ডারিং। হামি বলে—সাহেব দাড়ি হামি রাখেনা। হামি যে হিন্দু আছে। ওযে দাড়ি রাখে, সে আব্ দুল, আবি ওর ছুটি আছে। সাহেব বলে,—ডারিং, তুমি আমার ডারিং আছে। ও মেরি ডারিং, কিসি মেরি ডারিং। সাহেব হামার নাক কাম্ড়ে ধরলে। বহুত কষ্টে হামি ছাড়ান পেলে।

সত্যেন তখন প্রবলবেগে হাসতে আরম্ভ করেছে। ছোব্ হান সাহেবেরও গাম্ভীর্য রক্ষা করা কঠিন। তিনিও হেসে ওঠেন।

হাসি নেহি সাহেব, হামাকে পনের দিন হাঁসপাতাল ঘর করতে হয়েছে। সেই থেকে মাতাল দেখলে, আমি মুখে পাগ্ ড়ি লাগিয়ে দি।

সত্যেন। সেই থেকে ডারলিং মেরি, মাতাল-ভাসুরদের দেখলে মাথায় ঘোমটা টেনে দেও, এই ত ?

ভীমসিংহ। ঠিক হুজুর—ঠিক আছে। হামি ওদের মুখ দেখেনা।

সত্যেন। বে-সামাল সাহেব তবে কার ঘাড়ে চড়ে প্রতিরাত্রে ঘরে ফিরতেন ?

ভীমসিংহ। আব্ দুলের হুজুর।

ছোব্ হান। আব্ দুল কে ?

ভীম। যে রাতমে ডিউটি লাগায়, সে আব্ দুল আছে।

ছোব্ হান। কাল রাত্রে তবে আব্ দুলই ডিউটিতে ছিল ?

ভীম। জি হুজুর।

সত্যেন একটা ঢেকুর তুলে

সত্যেন। অম্বলের মত হয়েছে সার।

ছোব্ হান। একটা সোডা খেয়ে ফেল।

সত্যেন। ভীমসিং, ওখান থেকে ওই গেলাস আর সোডার বোতলটা আনত।

ভীম সিং যেয়ে গ্লাস আর সোডার বোতল আনে

ছোব্হান। আব্দুল এখন কোথায় ?

ভীম। বাসায়।

ছোব্হান। সে কোথায় ?

ভীম। এই কুঠিরই পেছনে বাবুর্চিখানায়।

ছোব্হান। এখন তুমি যেতে পার।

সে যেতে উদ্যত হয়

সত্যেন। পাশের ফ্ল্যাটের বোস সাহেবকে তুমি চেন ?

ভীম। নেহি হুজুর। ও সাহেব ত রাতে আসে, আব্দুল চেনে।

ছোব্হান তার পাশে যেয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে তার ইউনিফর্ম পরীক্ষা করেন।

ছোব্হান। চমৎকার তোমাদের পোষাক। বোধকরি কোম্পানি থেকে দেয়। বোতামগুলো বেশ ঝক্‌ঝকে আর স্থন্দর।

ভীম সিং সেলাম করে চলে যায়। সত্যেন রুমাল দিয়ে গ্লাসটি তুলে নেয়।

সত্যেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টে পাঠাব ?

ছোব্হান। ঐ নোটখানার সঙ্গে। যার আঙ্গুলের ছাপ এই নোটে আছে জানবে, খুনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। শফিক্ !

শফিকের প্রবেশ

এই গ্লাস আর নোটখানা হেড আপিসে পাঠিয়ে দেও। পরীক্ষা শেষ হ'লেই যেন এর ফল আমাকে ফোনে জানানো হয়।

শফিক। জি হুজুর।

নোট আর গ্লাস নিয়ে প্রস্থান

ছোব্হান। আব্দুলকে চাই।

সেইক্ষণে দরজা ঠেলে উঁকি মারে গফুর সাহেব

গফুর। আদাপ-আদাপ সাহেব। ঝঞ্ঝাট! ঝঞ্ঝাট! একটা না একটা ঝঞ্ঝাট আছেই।

ছোব্হান। চাবি পাওয়া গেল।

গফুর। সেই চাবি আনতে গিয়েই ত—

সত্যেন। ঝঞ্ঝাট।

ছোব্হান। ঝঞ্ঝাটের ঝঞ্ঝা আপাততঃ থাক। এখন বোস সাহেবের খবর কি করে করা যায় বলুন।

গফুর। সেই জন্যেই ত আব্দুলকে ডেকে পাঠিয়েছি। কারণ, সাহেবের যা-কিছু আদান প্রদান, সে শুধু আব্দুলের সঙ্গেই ছিল। আমি যাই দরজাটা খুলে দি।

তিনি বেরিয়ে যান

ছোব্হান। হয়েছে।

সত্যেন। কী?

সেইক্ষণে "গ" চিহ্নিত দরজার মধ্য দিয়ে দেখা যায় পাশের ঘরের অভ্যন্তর। গফুর এগিয়ে যেতে চান সংযোগ দরজার দিকে সেইক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়ায় এক লাফে সত্যেন।

সাবধান!

ভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে

গফুর। ছোব্হান আল্লা!

সত্যেন স্কেল বের করে পায়ের দাগ মাপতে থাকে

সত্যেন। এক মাপ।

ছোব্‌হান প্রবেশ করে যায় টেবিলের তলায়। সে কি তুলে নেয়

কী ?

ছোব্‌হান। হারানো সেই কার্তিজ কেশ্‌।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা! ও-ঘরের আপদ এ-ঘরে!

ছোব্‌হান। আপনার নিরুপদ্রব বোস্‌ সাহেব রহস্যের ধারে ধারে আছেন।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা!

ও ঘরে মন্দার উত্তেজিত কণ্ঠ শ্রুত হয়

মন্দা। আমি যাব। বেবি! বেবি!

ছোব্‌হান ও সত্যেন সংযোগ দরজার দিকে অগ্রসর হন। গফুর আদাপ জানিয়ে সরে পড়ে। মন্দা ও ছোব্‌হানের সংযোগ দরজায় সংঘাত হয়

বেবি!

ছোব্‌হান। ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেকটর ছোব্‌হান।

মন্দা। আপনি! বেবি কই?

ছোব্‌হান। আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত। একটু স্থির হয়ে বসুন, আমি বলছি।

মন্দা হঠাৎ তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে

মন্দা। আমি বসবনা। আপনি বলুন আগে, মিঃ সিন্‌হা কোথায়?

ছোব্‌হান। হাঁসপাতালে।

মন্দা। হাঁসপাতাল! সেখানে···কেন···সে?

সত্যেন। গতরাত্রে তিনি খুন হয়েছেন।

ছোব্হান। (ধমক দিয়ে) সত্যেন!

সেইক্ষণে মন্দা সংজ্ঞাশূন্যা লুটিয়ে পড়বার উপক্রম হয়। ছোব্হান চকিতে তাকে ধরে শুইয়ে দেয় 'জ' চিহ্নিত সোফায়

সত্যেন ব্যাগ থেকে নেয় একশিশি স্মেলিং সল্ট। সে যায় মন্দার পাশে।

ছোব্হান ড্রয়ার খুলে বের করে একগোছা তরুণীর ছবি।

ছোব্হান্। অল্ কম্প্লিট, লেবেলড্ এণ্ড ফাইল্ড্। প্রথম পরিচয়ের তারিখ, নাম, পরিচয়, হাত পরিবর্তনের তারিখ, মূল্য, স্থান ও কাল। নিম্ফোম্যানিয়াক্স্!

সত্যেন। কী?

ছোব্হান। সেক্স ম্যানিয়াক্স—ম্যান্ ম্যাড তরুণীর দল।

মন্দা ধীরে ধীরে চোখ খোলে। উঠবার প্রয়াস পায়, সত্যেন বাধা দেয়

সত্যেন। না না, আপনি উঠ্বেন না।

সে বাধা না শুনে উঠে বসে। চারিদিকে চেয়ে সে কেঁদে উঠে। পরক্ষণেই সে স্তব্ধ হয়, চোখ তার জ্বলতে থাকে।

মন্দা। আমি জানি কে খুন করেছে। সে বলেছিল—

ছোব্হান। কে?

ছুটে যায় তার পাশে

মন্দা। (হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে) না না।

ছোব্‌হান। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) কিন্তু আমি জানি সে কে।

মন্দা। (সাতঙ্কে) কে!

ছোব্‌হান। (তার চোখের দিকে আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে) কল্যাণ।

মন্দা। (হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়) না না।

ছোব্‌হান। এ-কথা কি সত্য মন্দা দেবী যে, সে আপনাকে মিঃ সিন্‌হার কবল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল? সে বলেছিল, প্রয়োজন হলে সে তাকে খুন করবে, তবু আপনাকে সে নিয়ে যেতে দেবে না।

ছোব্‌হান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায় মন্দার চোখের দিকে, মন্দা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তার দৃষ্টিতে চালিত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে সম্মুখ দিকে বলতে বলতে।

মন্দা। (মন্ত্রমুগ্ধবৎ) হাঁ। (হঠাৎ পুনরায় আত্মস্থ হ'য়ে) সে শুধু ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিল। ভয় দেখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য, সত্যি খুন করবার নয়। যেমন লোকে রাগলে বলে থাকে, ঠিক তাই।

ছোব্‌হান। এ কথা মানি মন্দা দেবী যে, অনেক সময় লোকে এমনিই বলে। কিন্তু, যাকে বলা হয়, তাকেই যদি হঠাৎ নিহত দেখা যায়, তবে মুখের সামান্য কথাই তার বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

সত্যেন নোটে টুকতে থাকে।

কল্যাণবাবুর ঠিকানাটা আপনাকে দিতে হবে। ফোনে কি তাঁকে পাওয়া যায়?

মন্দা। P. K. 0429.

ছোব্‌হান। সত্যেন ওঁকে অন্য ঘরে বসবার বন্দোবস্ত করে দেও। প্রয়োজন হলে ডাকব।

মন্দা। না, আমি যাব না। (হঠাৎ ছোব্হানের দিকে অগ্রসর হয়) আমি বলছি তিনি খুন করেন নি। তাঁকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, তিনি ত খুন করতে পারেন না।

ছোবহান। আপনি নিশ্চিন্ত হন, খুনের অভিযোগে তাঁকে এখানে ডাকছি না। তাঁকে প্রশ্ন করব, যেমন আপনাকে এতক্ষণ করছিলাম। শফিক!

শফিকের প্রবেশ

এঁকে ওদিকের কমন রুমটাতে বসাও।

মন্দা শফিকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

সত্যেন যেয়ে টেলিফোন ধরে

সত্যেন। গেট্ মি পি. কে,—ও ফোর টু নাইন।

ছোব্হান দুজনের মধ্যে এ মেয়েটি দোল খাচ্ছে। প্রবলের আকর্ষণ আজ কেটেছে, তাই—

সত্যেন। হ্যাল্লো! কল্যাণবাবু! আমি ডিটেকটিভ সাবইনেস্পেক্টর কথা কইছি—পার্ক ষ্ট্রীট মহম্মদালি ম্যান্সন থেকে। একবার এখানে আপনাকে আসতে হবে। একটা একসিডেণ্ট কেশ্। তা হ'লে আসছেন। নমস্কার।

শফিকের সঙ্গে আব্দুলের প্রবেশ

শফিক। লিফ্টম্যান আব্দুল।

ছোব্হান। (সবিস্ময়ে) ছোব্হান আল্লা!

আব্দুল চম্‌কে উঠে আপনাকে সামলাবার চেষ্টা পায়। সত্যেন হয় বিস্মিত

আব্দুল। সেলাম হুজুর!

ছোব্হান। সেলাম দোস্ত্!

আব্‌দুল। (অতি বিস্ময়ে) হুজুর!

ছোব্‌হান। আমি তোমাকে ভুলিনি দোস্ত।

আব্‌দুল। আমার নাম আব্‌দুল হুজুর।

ছোব্‌হান। নাম নয়, ঐ মুখ—মুখ। মানুষের নাম বদলায়, কিন্তু মুখ সহজে বদ্‌লায় না দোস্ত্‌।

আব্‌দুল। আমি ত কখন হুজুর কে—

ছোব্‌হান। আমাকে তুমি ভাল করেই চেন। হেষ্টিংস্‌ থানার ছোব্‌হান সাহেবের কথা বোধ করি আজও ভোলনি। সে যাক্‌—এ ঘরের সাহেব কাল খুন হয়েছেন, সে-খবর নিশ্চয়ই রাখ।

আব্‌দুল। বড় ভাল লোক ছিলেন সাহেব।

জামায় চক্ষু মোছবার প্রয়াস পায়

ছোব্‌হান। পাশের ঘরের বোস্‌ সাহেবকেও বোধ করি চেন।

আব্‌দুল। একদিন তাঁকে দেখেছি।

ছোব্‌হান! আজ যদি আবার তাঁকে দেখ, চিনবে নিশ্চয়ই।

আব্‌দুল। রাত্রে ভাল চোখে দেখি না,মাত্র একদিনের চেনা, চেনবার চেষ্টা করব হুজুর।

ছোব্‌হান। ঐ দরজার বাইরে তুমি থাকবে দাঁড়িয়ে। এখুনি একজন আসবেন, তাঁকে ভাল ক'রে দেখে রাখবে। তিনি যেন বুঝতে না পারেন যে, তুমি তাঁকে লক্ষ্য করছ।

আব্‌দুল। জি হুজুর।

প্রবেশ করে শফিক

ছোব্‌হান। শফিক!

শফিক। একজন সাহেব—নাম কল্যাণ ঘোষ।

শফিক ও আবদুলের প্রস্থান।

কল্যাণের প্রবেশ

কল্যাণ। নমস্কার!

সত্যেন। ইনেস্‌পেক্‌টর ছোব্‌হান।

ছোব্‌হান। বসুন মিঃ ঘোষ।

কল্যাণ একখানি চেয়ারে বসে।

গোটাকতক প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।

কল্যাণ। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি জানতে পারি কি, আমাকে হঠাৎ খানে তলব করবারই বা কারণ কি, প্রশ্ন করবারই বা সার্থকতা কি।

ছোব্‌হান। আপনি অবশ্যই জানেন—

কল্যাণ। নট এ হুইট্ অফ্ ইট।

ছোব্‌হান। (সঙ্গে সঙ্গে) হোয়াট ডু য়ি' মিন?

কল্যাণ। বেগ্ ইওর পার্ডন। আমি বলতে চাই যে, আমি কিছুই ানি না।

ছোব্‌হান। তা হ'লে জানুন যে, এই ফ্ল্যাট নম্বর থ্রি র টিনাণ্ট্ মিঃ ণন সিন্‌হা গত রাত্রে এই ঘরে নিহত হয়েছেন।

কল্যাণ। তারপর?

ছোব্‌হান। আমাদের প্রমাণ আছে—

কল্যাণ। ইউ ডোণ্ট্ মিন দ্যাট্ আই কিল্‌ড হিম!

ছোব্‌হান। আই অ্যাম্ কামিং টু দ্যাট মিঃ ঘোষ। আমার নুরোধ, শুধু আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন।

কল্যাণ। ওয়েল!

ছোব্‌হান। কাল সন্ধ্যায় আপনি মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে দেখা করতে খানে এসেছিলেন। এ কথা সত্য?

কল্যাণ। হ্যাঁ।

ছোব্‌হান। যখন আপনি বুঝলেন যে, মন্দা দেবীকে—

কল্যাণ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠে

কল্যাণ। মন্দা!

ছোব্‌হান। যখন আপনি বোঝেন যে, তাকে তার হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন না—

কল্যাণ। হি ওয়াজ এ স্কাউণ্ড্রেল!

ছোব্‌হান। প্রিসাইসলি। আপনি প্রকাশ্যেই সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে, তাকে খুন করবেন।

কল্যাণ। আমি অস্বীকার করি।

ছোব্‌হানের ইঙ্গিতে সত্যেন বেরিয়ে যায়

ছোব্‌হান। আপনি কি তবুও অস্বীকার করবেন, যদি এ-কথা তাঁর মুখ থেকেই আসে—যাকে আপনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন?

কল্যাণ। নিম্ফোম্যানিয়াক্ এক তরুণীর কথাতেই করবেন বিশ্বাস? আপনি হয়ত জানেন না, কী অপরিসীম ছিল তার প্রভাব এই তরুণীদের ওপর। তার প্রেমাস্পদের মৃত্যুতে সে যদি অতি চঞ্চল হয়ে—

মন্দা ও সত্যেন প্রবেশ করে

মন্দা!

মন্দা। কল্যাণদা! না না, আমি তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম। সেই কথাই হবে সত্য? কল্যাণদা চেয়েছিল আমাকে বাঁচাতে, রক্তপাতে নয়, যুক্তি দিয়ে, কাকুতি দিয়ে, তার মনুষ্যত্বের দ্বারে ভিক্ষার অঞ্জলি পেতে।

কল্যাণ। তুমি নিশ্চিন্ত হও মন্দা। ওঁরা আমাকে সন্দেহ করেন নি। তুমি যাও মন্দা।

সে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে। কল্যাণ তাকে ধরে বের করে দিয়ে দরজা টেনে দেয়।
ছোব্‌হান এতক্ষণে টাইপরাইটারের সম্মুখে যেয়ে দাঁড়িয়েছেন

ছোব্‌হান। এই ফ্ল্যাটের, বিশেষ করে এই ঘরের ভূগোলের সঙ্গে আপনি হয় ত সম্যক পরিচিত নন।

কল্যাণ। এ কথার মানে?

ছোব্‌হান। বোধ করি ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষের এ কথা অবিদিত নয় যে, অনেক সময় অনেক তুচ্ছ জিনিষ খুনীর সন্ধান দেয়। সামান্য একখানা আয়না—অচেতন পদার্থ—

কল্যাণ। আয়না!

সে সবিস্ময়ে মেশিনের উপরের আয়নার দিকে লক্ষ্য করে। তার ভুল ভেঙ্গে যায়, সে কেঁপে উঠে। টাইপ মেশিনে আবদ্ধ কাগজখানি সত্যেন টেনে নিয়ে পড়তে থাকে

সত্যেন। "আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে, মিঃ কল্যাণ ঘোষের কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে আমি শ্রীমতি মন্দা দেবীর সঙ্গে—এই মাত্র মিঃ কল্যাণ ঘোষ পিছনের দরজায় ঘরে প্রবেশ করলেন। আয়নাতে আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ভঙ্গী সন্দেহজনক। এর পরে যদি আমার কিছু হয়, তার জন্যে—" এইখানেই হয়েছে লেখা শেষ।

ছোব্‌হান। লেখকের ইহলীলাও বোধ করি এইখানেই হয়েছে শেষ।

কল্যাণ আগ্রহভরে দরজা ও আয়না বার বার নিরীক্ষণ করে, একখানি চেয়ারে হতাশায় বসে পড়ে

তাহ'লে?

কল্যাণ হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে

কল্যাণ। খুন আমিই করেছি।

সত্যেন। আপনি কোন ষ্টেট্‌মেণ্ট দিতে চান ?

ছোব্‌হান। কোন বিবৃতি দেবার পূর্বে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই। এ-বিবৃতি আপনি ইচ্ছা করলে, নাও দিতে পারেন। কারণ বিবৃতিতে যা বলবেন, তার সমস্তই লিখে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে সে সমস্তই আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হবে।

কল্যাণ। শুধু যা ঘটেছে, সংক্ষেপে তাই আপনাদের বলতে চাই। গত রাত্রে ঠিক এগারটার সময়, লিফ্‌ট্‌ম্যানের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি সন্তর্পণে এ-গৃহে প্রবেশ করি।

ফেড আউট

পূর্ব রাত্রির ঘরের অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়

ফেড ইন

রণেন ডিকাণ্টার থেকে একটি পেগ্‌ ঢেলে পান করে। পরে পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরায়। কি ভাবে। দেখা যায় ক্ষণিকা লুটিয়ে পড়ে আছে "জ" চিহ্নিত কৌচে একখানা বই বুকে ধরে

রণেন। ডারলিং! এইবারে বোধ করি তোমার যাবার সময় হল।

ক্ষণিকা। আমি রেডি বেবি!

ক্ষণিকা উঠে দাঁড়ায়। রণেন বাহির দরজায় বেরিয়ে যায়। টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠে। ক্ষণিকা যেয়ে রিসিভার ধরে। দেখা যায় কল্যাণ ফোন করছে '১' চিহ্নিত দেওয়ালের কাটা অংশে

কল্যাণ। হালো! মিঃ সিন্‌হা আছেন ?

ক্ষণিকা। আছেন।

কল্যাণ। একবার তাঁকে ডেকে দেবেন ?

চারিদিকে চেয়ে ক্ষণিকা

ক্ষণিকা। বোধ করি বাইরে গেছেন, এখুনি আসবেন। আপনি অপেক্ষা করবেন কি ?

কল্যাণ। থ্যাঙ্ক ইউ।

সে লাইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সিগারেট ধরিয়ে

প্রবেশ করে রণেন

রণেন। রথ প্রস্তুত দেবী।

ক্ষণিকা। তোমাকে কে ফোন করছিল।

রণেন। প্রয়োজন যদি তার জরুরী, সে আবার করবে।

দরজার কাছে যেয়ে ক্ষণিকা তার হাত ধরে

ক্ষণিকা। আসবে, আসবে তুমি বল কাল।

রণেন। কাঁটায় কাঁটায় আটটায়।

বলতে বলতে ক্ষণিকাকে ধরে সে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন ঘণ্টা বাজতে থাকে। রণেন এসে টেলিফোন ধরে

রণেন। দিস্ ইজ সিন্‌হা স্পিকিং।

কল্যাণ। দিস্ ইজ কল্যাণ। আপনার প্রস্তাবেই রাজী।

রণেন। কোন প্রস্তাবটার কথা বলছেন, বলুন দিকি। ও! সেই পাঁচ হাজার টাকার কথা ? আপনি দিতে সম্মত ?

কল্যাণ। হ্যাঁ, টাকা আমি দেব। কিন্তু টাকা পেলে যে, আপনি সকল সংস্রব ত্যাগ করবেন, তার নিশ্চয়তা কি?

রণেন। কি করলে আপনার বিশ্বাস হবে?

কল্যাণ। একখানা চুক্তিনামা আপনাকে লিখে দিতে হবে।

রণেন। অর্থাৎ যাতে আমি অঙ্গীকার করব যে, আমি নির্ধারিত মূল্যে মন্দাকে ত্যাগ করলাম?

কল্যাণ। প্রিসাইসলি।

রণেন। রাজী। আপনি এখুনি আসছেন?

কল্যাণ। আমি পার্ক স্ট্রীটেই আছি। বোধ করি দুমিনিটও লাগবে না।

কল্যাণ রিসিভার রাখতে, টেলিফোন অংশের আলো নিভে যায়। রণেন রিসিভার রেখে পেগ খায়, পরে পাইপ ধরিয়ে এসে বসে টাইপ মেশিনে। কাগজ পরিয়ে টাইপ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ শুনে উপরের আয়নার দিকে চায়। দরজা ঠেলে প্রবেশ করে কল্যাণ। রণেন তার দিকে চেয়ে হেসে নড্ করে, টাইপ করতে থাকে। কল্যাণ পশ্চাতে দরজা বন্ধ করে যেয়ে টেবিলের ড্রয়ারের সামনে দাঁড়ায়

রণেন। এর মধ্যেই এলেন?

কল্যাণ। ট্যাক্সিতে এলাম। সঙ্গে এতগুলো টাকা—

রণেন উঠে পেগ ঢেলে তার দিকে আসতে আসতে

রণেন। ক্লিয়ার বিজিনেস্।

সে গেলাস টেবিলে নামিয়ে একটি সিগারেট ধরায়

বসুন।

কল্যাণ চেয়ারে বসলে, রণেন বসে টেবিলের এক কোণে

আপনি যে শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবেই রাজী হবেন, ভাবতে পারিনি।

কল্যাণ। আমিও প্রথমে ভাবতে পারিনি যে, পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করতে পারব। আপনার কথাই সত্য হল, মন্দার প্রতি আমার সহজ-ভালবাসাই দিলে শক্তি সংগ্রহ করবার। ড়এক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে, একবার ভেবেও ছিলাম যে, এসে আপনার মনুষ্যত্বের কাছেই দাবি জানিয়ে কেঁদে পড়ব। সত্যি, যদি যোগাড় করতে না পারতাম রণেনবাবু।

রণেন। (কথায় নেশার আমেজ) ব্যবসায়ে যদির প্রশ্ন নেই কল্যাণবাবু। বস্তু-জগতের স্থূল-মানুষ আমি, কল্পলোকের খবর রাখি না। মন্দা পণ্য। তার বিনিময়ে লাভ-লোকসানের কথা, অনুকম্পার স্থান নেই। যদি ভেবে থাকেন যে, ড়ু ফোঁটা চোখের জলে গলে যাব, তবে ইউ হ্যাভ্ গট্ দি রং এণ্ড অফ দি ষ্টিক্।

কল্যাণ। (সবিস্ময়ে) রণেনবাবু। আপনি কী ?

রণেন। এ ম্যান অফ দি ওয়ারলড্—এ বিজিনেস্-ম্যান।

কল্যাণ পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে উদ্গত ঘাম মুছতে মুছতে

কল্যাণ। এক গ্লাস জল দিতে পারেন ?

রণেন। ঐ দেরাজের ওপর আছে। হেল্প ইওরসেল্ফ !

কল্যাণ হঠাৎ দমে যায়—কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। রণেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে। কল্যাণ যেয়ে জল নিয়ে আসে টেবিলে। ধীরে ধীরে জল খেতে থাকে

রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। আসুন কল্যাণবাবু, আমাদের বিজিনেস্ ডিলটা শেষ করে ফেলি।

হঠাৎ কল্যাণের কী হয়। সে জল খেয়ে বিষম লাগবার মত কাশ্‌তে থাকে। সে কাশতে কাশতে বুক চেপে টেবিলে নত হ'য়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি রণেনের দিকে তুলে ধরে। রণেন গ্লাস নিয়ে দেরাজের দিকে যায় রাখতে। সে পেছন ফিরতেই, কল্যাণ ত্বড়িতগতিতে ড্রয়ার টেনে রুমালে জড়িয়ে তুলে নেয় রিভলবার। সে পকেটে পুরবার সময় না পেয়ে বুকে চেপে ধরে টেবিলে কাশতে কাশতে। রণেন গ্লাস রেখে এসে কৌটে থেকে সিগারেট বের করে

রণেন। ইউ উড লাইক এ সিগারেট ?

কল্যাণ। থ্যাঙ্ক ইউ !

রণেন সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরায়

রণেন। ভয় নেই।

কল্যাণ। ভরসাই বা কই ? ইউ আর এ ব্রুট্ !

সে পুনরায় কাশতে থাকে

রণেন। আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্যে আমি মোটেই চিন্তিত নই। তাকে আপনি যে-কোন-জন্তুর সঙ্গে অবাধে তুলনা করতে পারেন। ব্যবসার খাতিরে—

কল্যাণ। (সহসা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে) ব্যবসা ! ব্যবসা ! শাট্ আপ্ !

রণেন। হোয়াট্‌ আপ্‌ মাই ফ্রেণ্ড! আই নিউ, ইউ হ্যাড্‌ সাম্‌ গেইম্‌ অন্‌।

কল্যাণ চকিতে রিভলবার তুলে ঘুরে দাঁড়ায়। রণেন হঠাৎ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়

ইউ ফুল! ইউ কাণ্ট্‌ ডু দ্যাট্‌।

কল্যাণ। এখানে প্রবেশ করতে আমাকে কেউ দেখেনি। যাবার বেলাতেও যাতে কেউ না দেখতে পায়, সে সতর্কতা আমি অবলম্বন করব। চুক্তি-পত্র লেখা হ'য়েছে?

রণেন। চুক্তি-পত্র!

কল্যাণ। প্রিসাইস্‌লি···অ্যান্‌ এগ্রিমেণ্ট। দিস্‌ ইজ্‌ বিজিনেস্‌ ডিল মিঃ সিন্‌হা।

রণেন পিছু হটতে থাকে। সে যেয়ে কার্পেটের শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়

নো ফান্নি বিজিনেস্‌ অর এল্‌স্‌···

সেইক্ষণে রণেন পিছলে হঠাৎ মেঝেতে ঘুরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটের প্রান্ত ধরে টানে। কল্যাণ পায়ের তলের কার্পেটের টানে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই, রণেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। উভয়ে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকে। হঠাৎ গুলির শব্দ হয়। রণেন আর্তনাদ করে ঘুরে পড়বার উপক্রম হতেই কল্যাণ সভয়ে রিভলবার ফেলে তাকে তুলে ধরে আরামকেদারায় শুইয়ে দেয়। তার মুখে আতঙ্কের ছবি ফুটে উঠে। সে পালাবার অভিপ্রায়ে বাহির দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খুলে বাইরে

উঁকি মারে। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে। পকেটে হাত দেয়। পরক্ষণেই এদিক ওদিকে চেয়ে মেঝেতে রুমাল তুলে নিয়ে, আলো নিভিয়ে দরজা খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়

ফেড্ আউট্।

ঘরের অবস্থা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়

ফেড্ ইন্।

কল্যাণ। (পকেট থেকে রক্তাক্ত একখানা রুমাল বের করে) এই সেই রুমাল, যা কাল কুড়িয়ে নিয়ে যাই নিজের ভেবে। কিন্তু, আসলে এখানা মিঃ সিন্‌হার। তাঁর পকেট থেকেই পড়ে। এতে তাঁরই নাম লেখা আছে।

ছোব্‌হান। তাঁর পকেট থেকে কি আর কিছু পড়তে দেখেন নি— যেমন ধরুন মণিব্যাগ বা একতাড়া নোট—?

সত্যেন টেবিল থেকে মনিব্যাগ ও নোট তুলে ধরে

কল্যাণ। না। যদি পড়েও থাকে, আমি লক্ষ্য করিনি।

ছোব্‌হান। আপনারা তখন কোথায়, যখন গুলির শব্দ হয়?

কল্যাণ। এইখানে—ঘরের ঠিক মধ্যভাগে।

ছোব্‌হান। এ-কথা সত্য নয় কল্যাণবাবু। এ পর্যন্ত যা-কিছু বলেছেন—তার উদ্দেশ ছিল, স্বেচ্ছাকৃত খুনকে এক্সিডেন্টে পরিণত করা। আমি বলব যে, এ-খুন শুধু স্বেচ্ছাকৃতই নয়, স্বার্থচিন্তাপরও। সত্যেন! আব্‌তুল।

সত্যেন বেরিয়ে যায়

(সহসা তীক্ষ্নস্বরে) আমি প্রমাণ করব যে, আপনি ও-দরজায় ঢোকেন নি, ঢুকেছেন (সহসা যেয়ে সংযোগ দরজায় দাঁড়ায়) এই ঘর থেকে, এই দরজায়। শুধু তাই নয়, এই খুনেরই উদ্দেশ্যে, আপনি নিয়েছিলেন এ-ঘর মাসাবধি, সি, সি, বাসুর ছদ্ম নামে। প্রতি রাত্রি গত রাত্রির সুযোগ-অপেক্ষায়—

সত্যেন আব্দুলের সঙ্গে প্রবেশ করে

আব্দুল, তোমার পাশের ফ্ল্যাটের মনিব মিঃ বাসুকে সম্ভাষণ কর।

আবদুল। (সবিস্ময়ে) হুজুর!

ছোব্হান। ও! আচ্ছা, তুমি যেতে পার।

আব্দুলের প্রস্থান। সত্যেন পকেট থেকে ফিতা বের ক'রে তার পায়ের কাছে নত হয়

সত্যেন। একবার পায়ের মাপটা—

কল্যাণ একখানি চেয়ারে পা তুলে বসে। সত্যেন মেপে গম্ভীর হ'য়ে উঠে

সাড়ে পাঁচ।

ছোব্হান। শফিক!

শফিকের প্রবেশ

ওর সঙ্গে একটু অপর ঘরে গিয়ে বসতে হবে কল্যাণবাবু।

কল্যাণ শফিকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ছোব্হান চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে থাকে

ছোব্হান। হু দি হেল্ দেন্—ঐ বাসু, বাসু, বাসু!

সত্যেন। পায়ের দাগও—

ছোবহান। কিছুই মিলছে না। তবে, সে কে?

হঠাৎ যেয়ে টাইপমেশিনের সামনে বসে আয়নার দিকে চায়

সত্যেন, একবার পেছনের দরজায় যেয়ে দাঁড়াও ত।

সত্যেন যেয়ে পেছনের দরজায় দাঁড়ায়

হুঁ! কল্যাণ ঐ দরজাতেই ঢুকেছে।

সত্যেন। তবে এ দরজায় ঢুকলে কে?

শফিক নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে ছোবহানের হাতে একখানি কার্ড দেয়

সার শিবপ্রসাদ।

সে আগ্রহভরে ঘরের মধ্যভাগে যেয়ে দাঁড়ায়। শফিক বাইরে যায়। প্রবেশ করেন সার শিবপ্রসাদ। পরনে তাঁর স্যুট—চোখে সান্ গ্লাস

গুড মরণিং স্যার!

শিব। গুড মরণিং এর···এর···এর—

ছোবহান। ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্টার ছোবহান।

শিব। গুড মরণিং মিঃ ছোবহান। আমাকে হঠাৎ এখানে আসতে বলবার কারণটা জানতে পারি কি ইন্‌স্‌পেক্টার?

ছোবহান। এখানে আপনার পরিচিত—

শিব। টেলিফোনে কি একটা নাম বলছিলেন—

ছোবহান। মিঃ আর, এন্, সিন্‌হা।

শিব। কি হ'য়েছে?

ছোবহান। গত রাত্রে তিনি এই ফ্ল্যাটে খুন হ'য়েছেন

শিব। কি ভয়ানক! আমি ত তাঁকে চিনি না। এ-কথা জানাবার পরও আমাকে অবিশ্বাস করবার কারণ?

ছোবহান। আপনার একখানি ভিজিটিং কার্ড এই টেবিলে আমরা পেয়েছি।

শিব। ইজ্ দ্যাট্ অল্? একখানা ভিজিটিং কার্ড কার, কোথায় পাওয়া গেছে—দিস্ ইজ্ রিয়েলি ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল ইন্‌স্‌পেক্টর! আই স্যাল্ ছারটেইন্‌লি স্পিক্ উইথ্ ইউওর হোম্ মিনিষ্টার অ্যাবাউট দিস্, হোয়েন আই মিট্ হিম্ দিস্ আফ্‌টার নুন্।

ছোবহান। অ্যাম্ অন্ হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ সারভিস্।

শিব। জানি। আর কিছু বলবার আছে? (ঘড়ি দেখে চঞ্চলভাবে) ও গড্! আই হ্যাভ্ অ্যান্ এপ্‌য়েন্ট্‌ম্যান্ট উইদ্ দি চিপ মিনিষ্টার অ্যাট্ টুয়েল্‌ভ পি, এম! বাই, বাই!

তিনি বেরিয়ে যান। ছোব্‌হান উন্মত্তবৎ পায়চারি ক'রে

ছোব্‌হান। ড্যাম্! ড্যাম্! ড্যাম্! সত্যেন! আলিকে চাই।

সত্যেন ছুটে বেরিয়ে যায়। সেইক্ষণে ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে প্রবেশ করে আব্‌দুল

আব্‌দুল। হুজুর!

ছোব্‌হান। কি?

আব্‌দুল। তাঁকে পেয়েছেন হুজুর?

ছোব্‌হান। কাকে?

আব্‌দুল। যিনি বেরিয়ে গেলেন?

ছোবহান! (হঠাৎ চাঞ্চল্যে) কি? কে?

আবদুল। তিনিই ত—

ছোব্‌হান অসহ্য অধীরতায় এগিয়ে যেয়ে আব্‌দুলের বাহুতে ঝাঁকুনি দিয়ে

কাম্ অন্ ইউ ইডিয়ট!

ছোব্‌হান। তিনি, তিনি, তিনি কে?

আব্‌দুল। বাসু সাহেব।

ছোব্‌হান তাকে ছেড়ে দিয়ে উল্লাসে দুলতে থাকে

ছোব্‌হান। বাসু সাহেব! আই হ্যাভ্ গট ইউ হাই সাউণ্ডিং হাম্‌বাগ্! শফিক!

শফিকের দ্রুত প্রবেশ

ছুটে যাও! ছুটে যাও! (শফিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়) আ! কি করছ দাঁড়িয়ে। যাও! এই মাত্র যে-সাহেব বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কুইক্ ম্যান্!

শফিক ছুটে বেরিয়ে যায়

আব্‌দুল, তুমি ঐ পাশের ঘরে অপেক্ষা কর।

আব্‌দুল "খ" চিহ্নিত কক্ষে প্রবেশ করে। প্রবেশ করে আলি ও সত্যেন

আলি! গত সন্ধ্যায় যে-বুড়োসাহেব কার্ড দিয়ে তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁকে দেখলে এখন তুমি চিনতে পারবে?

আলি। জি হুজুর!

ছোব্‌হান। আমি তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি সত্যেন। সাবধান,—হি ইজ্ টুউ বিগ্ অ্যাণ্ড টক্‌স টু-উ লাউড।

সত্যেন। গভীর জলের মাছ!

ছোব্‌হান। একজ্যাক্‌ট্‌লি।

শফিকের প্রবেশ

শফিক। সার শিবপ্রসাদ।

শফিক বেরিয়ে যায়। ছোব্হান ও সত্যেন দরজার দিকে অগ্রসর হয়। প্রবেশ করে সার শিবপ্রসাদ

শিব। রিয়েলি ইন্স্পেক্টর! দিস্ ইজ্ বিকামিং ভেরি ট্রাইং ইউ নো!

ছোব্হান। সরি্য স্যার। একটা কথা—

শিব। ফানি্য!

ছোব্হান। আপনার ঠিকানাটা জেনে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শিব। (সবিস্ময়ে) আমার ঠিকানা!

ছোব্হান। স্বনামধন্য সার শিবপ্রসাদের ওপেন্ অ্যাড্ড্রেস কারুরই অজানা নয়।

শিব। আই হ্যাভ্ মাই অ্যাড্ড্রেস ইন ক্যাল্কাটা সুবার্ব, সিমলা অ্যাণ্ড লণ্ডন। আপনি কোন ঠিকানা জানতে চান? কলকাতাতেই আমার দুটো ঠিকানা—শ্যামবাজার অ্যাণ্ড ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

ছোব্হান। এ ছাড়াও আছে আপনার অন্য ঠিকানা—

শিব। দি আইডিয়া!

ছোব্হান। এ-কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?

শিব। কী ইন্সিনুয়েট করতে চান? আপনি কি বলতে চান, আমার আছে এমন কোন গোপন-ঠিকানা, যা আমি অপরকে জানাতে কুন্ঠিত হই?

ছোব্হান। প্রিসাইস্লি স্যার!

শিব। নো মাই ডিয়ার ইন্স্পেক্টর, আই হ্যাভ্ নান্।

ছোব্হান। হয়ত···এমন কোন ঠিকানা···আই মিন, যেমন ধরুন না, আপনার নামে নেই—

শিব। অথচ ব্যবহারে আছে ?

ছোব্‌হান। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে) সি, সি, বাসুর ছদ্ম নামে।

শিবপ্রসাদ কেঁপে উঠেন

শিব। (নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে) হোয়াট্‌ আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট্‌ ?

ছোব্‌হান। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) আমি বলছি, এই ম্যান্‌সনে ঐ পাশের ফ্ল্যাট আপনিই নিয়েছেন—সি, সি, বাসুর ছদ্মনামে।

শিব। ইম্‌পসিবল্‌! অ্যাণ্ড আই প্রোটেষ্ট্‌

শোভান। আব্‌দুল !

"খ" চিহ্নিত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে আব্‌দুল

সাহেবকে চেন ?

আবদুল। ঐ পাশের ফ্ল্যাটের বাসু সাহেব।

শিব। ইন্‌স্‌পেকটর, লোকটি মিথ্যা বলছে কোন প্রচ্ছন্ন প্ররোচনায়।

ছোব্‌হান। আব্‌দুল !

ছোব্‌হানের ইঙ্গিত পেয়ে আব্‌দুল বেরিয়ে যায়

ওয়েল সার !

শিব। তাইই যদি হয়, দ্যাট্‌স্‌ মাই প্রাইভেট এফেয়ার।

ছোব্‌হান। আমি জানতে চাই, মিঃ সিন্‌হার পাশের ফ্ল্যাট নেবার আপনার উদ্দেশ্য।

শিব। নেবার দায়িত্ব আমার হতে পারে, কিন্তু দেবার দায়িত্ব যে বাড়ী-বালার। ও মাই গড্‌ !

সত্যেনের সঙ্গে প্রবেশ করে আলি। তিনি শিউরে উঠেন। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে তিনি উদ্গত ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে

উইল্‌ ইউ প্লিজ্‌ আস্‌ক দিস্‌ ম্যান টু গো, ইন্‌স্‌পেক্‌টর ?

ছোব্‌হান। আলি!

আলি ইঙ্গিত পেয়ে বেরিয়ে যায়। সত্যেন নত হ'য়ে শিবপ্রসাদের জুতার দৈর্ঘ মাপে

শব। (বিস্ময়ে) ওয়েল, হোয়াট অফ্‌ ইট ?

ছোব্‌হান চেয়ার সরিয়ে পদচিহ্ন দেখায়

সত্যেন। টু দি পয়েণ্ট।

ছোব্‌হান। এই পদচিহ্নের সঙ্গে আপনার জুতোর মাপের মিল আছে। এ যদি আপনারই পদচিহ্ন হয়, আমি বলছি আপনারই—

শিব। ইন্‌স্‌পেক্‌টর!

ছোব্‌হান। আমি বলছি গতরাত্রে আপনি এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

শিব। আই ডোণ্ট্‌ ডিনাই। এসেছিলাম সন্ধ্যায় মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে দেখা করতে অন্‌ এ প্রফেশনাল কল্‌!

ছোব্‌হান। এই পদ চিহ্নেরই গতিলক্ষ্যে আমরা পাই আরও দুটি পদচিহ্ন। ঐ পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় ও বাহিরে। সন্ধ্যায় আপনি এসেছিলেন, ঐ দরজায়। সেখানে আসবার বা যাবার কোন পদচিহ্ন নেই। রাত্রে যখন আসেন, তখনই পড়ে দাগ এই ঘরে, ঐ দরজায়, ও ঘরে। ঐ ফ্ল্যাটের ঘরে আমরা পেয়েছি এই প্রাতিজ কেশ্‌।

শিব। ইন্‌স্‌পেক্‌টর! এ-খুন আমিই করেছি—খুনী আমি।

ছোব্‌হান। সার শিবপ্রসাদ। আপনি একজন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী। আইন সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলবার ধৃষ্টতা নেই। যা-কিছু আপনি বলবেন সবই লিখে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে তা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হবে।

শিব। আপনি লিখতে পারেন। আমি যা বলব তা স্বেচ্ছাতেই বলব।

সত্যেন লিখতে থাকে

রণেন আমার জামাই।

চোব্‌হান ও সত্যেন যুগপৎ বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহে

আমার একমাত্র কন্যা সন্ধ্যা তার স্ত্রী। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাব না বলে, গরীবের ছেলে দেখে বিয়ে দি। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র রণেন। অজস্র অর্থব্যয়ে তাকে য়ুরোপে পাঠাই। আমার সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ করে, ফিরে এল প্রচণ্ড মাতাল। শুধু তাই নয়—এ পারফেক্ট ক্রিমিনাল। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে, মিশতে লাগল এখানকার ধনী সমাজে। ধনী তরুণীদের সে হ'য়ে উঠল আইডল। তার সেবা পেয়ে ধন্য হ'ল অন্যে, আর অবজ্ঞার অবহেলায় কুন্ঠিত হতে লাগল আমার মেয়ে। আদরের দুলালীর এ দুর্দশা সইতে পারলে না আমার স্ত্রী। সে নিলে বিদায়, প্রতিপলে সেই বেদনার অনুভূতির জ্বালায় জ্বলে। আমি জানালাম প্রতিবাদ। সে হ'ল বিদ্রোহী। স্ত্রীকে নিয়ে সে ভিন্ন ঘর বাঁধলে। স্বামীর শত প্রকাশ্য অনাচারে জর্জরিত হ'য়ে যেদিন আমার মেয়ে আমার ঘরে এল ফিরে, সেদিন সে হারিয়েছে তার রূপ ও স্বাস্থ্য। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল উন্মত্ততার দিকে। তারপরই, রণেন একটি তরুণীকে নিয়ে করে ইলোপ। বহুদিন এখানে ছিলনা। মাস তিনেক হ'ল, আবার ফিরেছে। ফিরে এসেই সে আবার সন্ধ্যার ওপর তার দাবি জানালে। আমি তখন সিমলায় আমার মেয়েকে নিয়ে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাজে। সে তাকে চিঠি লিখতে লাগল। মিথ্যা স্তুতিতে সন্ধ্যাকে করে তুলল চঞ্চল। এর গতিরোধের অপর উপায় না দেখে, আমি সেই প্রবাহের উৎসই স্তব্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হলাম। এলাম কলকাতায়। ফ্ল্যাট

নিলাম তারই পাশের ফ্ল্যাটে, সি, সি, বাসুর ছদ্ম নামে। প্রতিরাত্রে গত রাত্রির সুযোগ সন্ধানে রত হ'লাম।

গত সন্ধ্যায় আমি রণেনের সঙ্গে দেখা করতে আসি এই সংযোগ দ্বারের আগল খুলে দেবার জন্যেই। রাত্রি যখন বারটা

ফেড আউট

ঘরের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়

ফেড ইন্

রণেন একখানি আরাম কেদারায় বসে বুকের উপর রিসিভার ধরে আছে
'১' চিহ্নিত দেওয়ালের কাটা টেলিফোন অংশে দেখা যায় একখানি আসনে বিস্রস্ত বসনা মন্দা এলিয়ে পড়ে আছে রিসিভার বুকে ধরে। কামোন্মত্তা প্রণয়িণীর আবেগে কখন বা রিসিভার বুকে নিষ্পেষণ করছে, কখন বা করছে গালে, ঠোঁটে, চোখে

মন্দা। ওগো প্রিয়তম! তুমি নেই, অথচ রয়েছ কত কাছে। তোমার ঃশ্বাসের শব্দ এই যে পাচ্ছি আমি, তোমার বুকের স্পন্দন এই যে লছে শব্দ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে। তোমার সুধাবাণী আমার এ বুক দিচ্ছে লিয়ে অভিঘাতে, শিহরণ তুলছে শিরায় শিরায়। থাকব সারা রাত ই শব্দ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তোমার মধুস্পর্শে মেতে। হ্যাল্লো। হ্যাল্লো।

রণেন শুনতে শুনতে কখন ঘুমে পড়ে অচেতন হয়ে। রিসিভার যায় হাত থেকে খসে, গড়িয়ে পড়ে বুকে। পশ্চাতে সংযোগ দরজা যায় খুলে।

পশ্চাতের ঘরের আলোকে দেখা যায় ধীরে ধীরে দরজায় এসে দাঁড়ান শিবপ্রসাদ। হাত বাড়িয়ে নিজের ঘরের আলোক দেন নিবিয়ে। পরনে তাঁর স্যুট। অপর হাতে তাঁর রিভলবার, তিনি এগিয়ে আসেন ঘুমন্ত রণেনের দিকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মূর্তিতে তাকে দেখেন। তাঁর চোখের কোনে জমে ওঠে অশ্রুর বাষ্প। তিনি রুমালে চোখ মুছে, একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে আপনাকে জাগিয়ে তোলেন। ধীরে ধীরে রিভলবার তুলে লক্ষ্য করেন রণেনের বুকে। তাঁর সর্বাঙ্গ ওঠে কেঁপে, তিনি ফিরে যেতে চান। সেইক্ষণে রণেনের বক্ষ সংলগ্ন রিসিভার গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সে শব্দে সচকিতে সে জেগে উঠে। সে রিসিভার তুলে রাখতে গিয়ে দেখে শিবপ্রসাদকে, শিবপ্রসাদ চকিতে ঘুরে চায়, রণেন সাতঙ্কে কেঁপে উঠে হাতে তাঁর রিভলবার দেখে

রণেন। ওকি ?

শিব। রিভলবার।

রণেন। কেন ?

শিব। আমার মেয়ের শান্তিতে থাকবার পথ আমি নিষ্কণ্টক করতে চাই। আমি জানতে চাই, তুমি তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে কিনা ?

রণেন। (সাতঙ্কে) আপনি···আমাকে···খুন করতে চান ?

শিব। যদি প্রয়োজন হয়, তবে খুনই আমাকে করতে হবে। মানুষ কিসের লোভে বেঁচে থাকতে চায়। আমার কিনা ছিল ? ছিল যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা। ছিল সুখের সংসার—স্ত্রী, কন্যা। সংসারের দুটি বন্ধন। একটিকে হারিয়েছি, আর একজনকেও হারাতে বসেছি। কিন্তু তাকে

হারাতে পারব না। আমি তাকে বাঁচাতে চাই, নিজের সর্বস্বের বিনিময়েও। তাই আজ তোমাকে খুন করব, দেব নিজেকেও অবসান করে।

তিনি রিভলবার তুলে ধরেন। রণেন তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে। সকাতরে বলতে থাকে

রণেন। আমাকে বাঁচতে দিন, আমি বাঁচতে চাই। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি সব ছাড়বো—আবার মানুষ হব। যে অন্যায় আমার স্ত্রীর উপর করেছি, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

ধীরে ধীরে শিবপ্রসাদের হাতের উদ্যত রিভলবার নুইয়ে পড়ে। তাঁর চোখের কোণে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুর উৎস

শিব। সত্য রণেন, তুমি ছাড়বে সব। মানুষ হবে? তাই হও বাবা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার ভুল ভাঙ্গুক।

রণেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

সহসা রণেনের মুখভাব ভীষণাকৃতি ধারণ করে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায় তাঁর হাতের অবনমিত রিভলবারের দিকে। সে চকিতে তাঁর হাতে আঘাত করে। রিভলবার স্খলিত হয়ে যেয়ে পড়ে ঘরের মধ্যভাগে। উভয়ে যুগপৎ রিভলবারের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। শিবপ্রসাদ পৌছিবার পূর্বেই সে যেয়ে লাথি মারে রিভলবারে। রিভলবার গড়িয়ে যায় খোলা দরজার মধ্য দিয়ে অপর ফ্ল্যাটের অন্ধকার ঘরে। চকিতে রণেন ড্রয়ার টেনে বের করে আপন রিভলবার। সে তুলে ধরবার আগেই শিবপ্রসাদ

ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপর। তিনি তার কব্জি ধরেন। রণেন ছাড়াবার প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াস দ্বন্দ্বে রিভলবারের গুলি সশব্দে বেরিয়ে যায়। রণেন আর্তনাদ করে ঘুরে পড়বার উপক্রম হতেই, শিবপ্রসাদ তাকে ধরে আরাম কেদারায় শুইয়ে দেয়

ফেড আউট

ঘরের পূর্বাবস্থা আনা হয়। শিবপ্রসাদ, সত্যেন ও ছোব্‌হান।

ফেড ইন

শিব। গুলির শব্দে আমি এমনিই শঙ্কিত হয়েছিলাম যে, যাবার সময় ামার রিভলভারের কথা একেবারেই স্মরণ ছিল না। ও ঘরে বোধ রি আপনি তা পেয়েছেন।

ছোব্‌হান। আপনার রিভলভার ও ঘরে?

সত্যেন ছুটে যায় ও রিভলবার নিয়ে ফিরে আসে

সত্যেন। ও ঘরে টিপয়ের নীচে পড়েছিল। আপনি কি তাঁর ণিব্যাগ পড়ে যেতে দেখেছিলেন?

শিব। না। আমার সে মনের অবস্থায়—

টেলিফোন বেজে উঠে। সত্যেন রিসিভার তোলে

সত্যেন। হাল্লো! ফিঙ্গার প্রিণ্ট?

ছোব্‌হান। শফিক!

শফিকের প্রবেশ

সাহেবকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যেয়ে বসাও।

শিবপ্রসাদ শফিকের সঙ্গে বেরিয়ে যান

সত্যেন। নোটের ওপরকার আঙ্গুল-ছাপের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ছোব্‌হান এসে রিসিভার নেন

ছোব্‌হান। হুঁ! কে? সেখ কাদের। আই সি! ফটো! ফটোতে আর দরকার নেই বন্ধু। স্বয়ং কাদের সাহেব আমাদের সম্মুখে। থ্যাঙ্ক ইউ!

রিসিভার রাখে

সত্যেন। সেখ কাদের?

ছোব্‌হান। এই কাদের বন্ধু আমার পুরাণো দোস্ত্‌। তুমি তাকে চেন না। কদিনই বা পুলিশে ঢুকেছ!

চিন্তিতভাবে পায়চারি ক'রে

এরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করবে সত্যেন। একজন না স্বীকার পেতে পেতে আর একজন—

সত্যেন। তার ওপর আবার এই আপনার দোস্ত কাদের। দেখ্‌ছি প্রহ্লাদ মার্কা সিংহী মশায়।

ছোব্‌হান। ছেলেবেলায় যাত্রার পালায় দেখা প্রহ্লাদ। জলে ফেললে ডোবে না, আগুনে পোড়ালে পোড়ে না, হাতীর পায়ের চাপে মরে না।

সত্যেন। অথচ গুলি একটা, ক্ষত একটা—

ছোবহান। আবদুল।

সত্যেন বেরিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে গফুর

গফুর। আদাপ্‌ সাহেব, আদাপ্‌! কিছু কিনারা হ'ল?

ৎক্ষণে প্রবেশ করে সত্যেনের সঙ্গে আবদুল

ব্‌দুল ব্যাপার কি ? পোষাক কোথায় তোমার ? বাড়ীতে পাচজন ন্তরের লোক, আর—

আব্‌দুল। পোষাক সকালে ডিউটি শেষ করে খুলে রেখেছি।

গফুর। ছোব্‌হান আল্লা ! তাই বলে তুমি এই লুঙ্গি পরে, ম্যান্‌সনের কটা ইজ্জত আছে ত ! এসব চলবে না, বলে দিচ্ছি।

সে রাগতভাবে বেরিয়ে যায়

ছোব্‌হান। তারপর সেখ কাদের !

আব্‌দুল কেঁপে ওঠে, আর সত্যেন হয় বিস্মিত

সত্যেন। সার !

ছোব্‌হান। তোমাদের আব্‌দুল, আমাদের পুরাণো দোস্ত কাদের। আর কিছু গোপন করবার প্রয়াস তোমার ব্যর্থ। এ-খুন সম্বন্ধে তুমি কি জান বল।

আব্‌দুল। আমি দাগি, আমার কথায় আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। খুন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

ছোব্‌হান। আর আমি যদি বলি যে, মৃতের রক্তের ছাপে অঙ্কিত আছে সাহেবের ব্যাগের নোটে তোমারই আঙ্গুল-ছাপ ! আর—

আব্‌দুল। হুজুর !

সে কাতরোক্তি করে ওঠে

ছোব্‌হান। কাদের !

আব্‌দুল। হুজুর, এ-খুন আমিই করেছি। খুনী আমি।

সত্যেন। তোমাকে সাবধান করতে চাই আব্‌দুল যে, যা এখন তুমি বলবে সবই লিখে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে তা তোমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হবে।

আবদুল। রেস্ খেলে আমি দেনায় জড়িয়ে পড়ি। সাহেব প্রতি রাত্রে মাতাল হ'য়ে ফিরতেন। লিফ্ট্ থেকে আমিই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতাম। অজ্ঞান মাতালের নোটের তাড়া আমাকে লোভাতুর করে তোলে। দেনার জ্বালায় আমার চুরি-প্রবৃত্তি আবার জেগে ওঠে। আমি তাঁর পকেট থেকে প্রতি রাত্রে দু'একখানা ক'রে নোট সরাতে লাগলাম। গতকাল সকালে একটা মোটা দেনা দেবার মেয়াদ ছিল। তাই, পরশু রাতে তাঁর পকেট থেকে মণিব্যাগটাই আত্মসাৎ করি। আলি আমাকে ধরিয়ে দেয়, সাহেবের সামনে ধরে নিয়ে যায়। সাহেব আমাকে পুলিশে দিতে চাইলেন। চাকরি যাবে, জেল হবে—কাচ্চা বাচ্চা না খেয়ে মরবে, ভেবে আমি পাগল হ'য়ে উঠলাম। কাল রাত্রি যখন একটা তখন লিফ্ট্ আমি এই তলাতে ছেড়ে, আসি এই দরজায়। দেখি দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে দরজা খুলে আমি উঁকি মারি। দেখলাম তিনি একখানি সোফায় বই বুকে রেখে ঘুমিয়ে আছেন।

ছোবহান। কোন সোফায়?

আবদুল। পেছনের ঐ বড় সোফায়।

ছোবহান। হুঁ, তার পর?

আবদুল। তেমনি সন্তর্পণে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুরে দাঁড়াতেই—সর্বনাশ!

ছোবহান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে অগ্রসর হয়

ছোবহান। কি!

আবদুল। সাহেব নড়ে উঠলেন—

ছোবহান। হুঁ! হুঁ!

আবদুল। ভাবলাম সাহেব বুঝি জেগেই আছেন—

ছোবহান। জেগে আছেন?

আব্‌দুল। ভাবলাম পালাব না—

ছোব্‌হান! কী?

আব্‌দুল। ভাবলাম যদি তিনি জেগেই থাকেন তবে, পালিয়ে কি।

ছোব্‌হান! কি করলে?

আব্‌দুল। ঘুরে চাইলাম, দেখলাম সাহেব নড়ে উঠেই আবার স্থির ন। সাহস হ'ল···এগিয়ে গেলাম তাঁর টেবিলের দিকে।

ছোব্‌হান। কেন?

আব্‌দুল। জানি টেবিলের ড্রয়ারে থাকে তাঁর রিভলবার—

ছোব্‌হান। রিভলবার?

আব্‌দুল। আমি তাঁকে শেষ করে দিতেই কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলাম। র টানতে হ'ল আওয়াজ···চম্‌কে উঠলাম—দেখলাম—

ছোব্‌হান। কী?

আব্‌দুল। সাহেব জেগে উঠে বসেছেন সোফায়—হাতে তাঁর লবার।

ছোব্‌হান। তুমি কি করলে?

আব্‌দুল। হাত তুলে দাঁড়ালাম। সাহেব বল্লেন—আমি ঘুমোই আব্‌দুল···ঘুমের ভাণ ক'রে ছিলাম মাত্র তোমাকে হাতে হাতে ধরতে। হেব রিভলবার পাশে রেখে টেলিফোন করতে উঠলেন—

ছোব্‌হান। কোথায়?

আব্‌দুল। বোধ করি থানায়। তিনি বল্লেন—সন্ধ্যায় ভয় খিয়েছিলাম মাত্র, তোমাকে সত্যিই পুলিশে দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু—

ছোব্‌হান। কী?

আব্দুল। আমি সেই অবকাশে চকিতে যেয়ে রিভলবার তুলে নিলাম। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার উপর। সেইক্ষণে, হঠাৎ কখন রিভলবারের গুলি সশব্দে বেরিয়ে গেল। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। আমি তাঁকে তুলে বসিয়ে দিলাম—

ছোব্হান। কোথায় ?

আব্দুল। ঐ আরাম কেদারায়। তাঁর পকেট থেকে বের করি তাঁর মণিব্যাগ। খুলে কতগুলো নোট বের ক'রে দেখি রক্তে ভিজে গেছে। সেই নোট আর মণিব্যাগ মেঝেতে ফেলেই আমি পালাই। আমি এখনও ভেবে স্থির করতে পারিনি, কেনই বা পকেট থেকে নোট-গুলো বের করলাম, আর কেনই বা তাতে হাত দিলাম।

প্রবেশ করে গফুর কাঁপতে কাঁপতে আর ব্যস্ত ভাবে লিফ্টম্যানের ইউনিফর্মের বাণ্ডিল হাতে ক'রে

গফুর। ছোব্হান আল্লা! আমি তখুনি জানি, একটা কিছু ঘটেছে। সন্দেহ হ'ল, ঢুকলাম ওদের বসবার ঘরে, দেখি পোষাক বাণ্ডিল বাঁধা একপাশে পড়ে আছে।

সত্যেন পোষাকের বাণ্ডিল নিয়ে খোলে। দেখা যায় ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত। ছোব্হান যেয়ে বোতাম পরীক্ষা করতেই দেখে একটি বোতাম কম। সে টেবিল থেকে বোতামটি তুলে নিয়ে

ছোব্হান। মিসিং লিঙ্ক!

গফুর। ছোব্হান আল্লা! তবে কি—

সত্যেন। আব্দুল স্বীকার করেছে যে, এ-খুন সেই করেছে।

গফুর ভয়ে বিস্ময়ে পিছিয়ে যায়

গফুর। ছোব্হান আল্লা। দেখি আমি যাই, ওর জবাবের ব্যবস্থা
র। ছোব্হান আল্লা! ম্যান্সনে কাজ ক'রে, ম্যান্সনের ভাড়াটে
! একথা পাঁচজনের কানে উঠতে দেরি হবে না। আমি চল্লাম।

দ্রুত প্রস্থান

ছোবহান। শফিক্!

ফকের প্রবেশ

জন কনেষ্টবলের হেপাজতে আব্দুলকে বাইরে রাখ।

শফিক আব্দুলকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। টেলি-
ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠে। সত্যেন রিসিভার
তোলে

১ চিহ্নিত দেওয়ালে টেলিফোন অংশে দেখা যায়
সন্ধ্যা টেলিফোন করছে

সন্ধ্যা। সার শিবপ্রসাদ আছেন?

সত্যেন। আছেন।

সন্ধ্যা। আমি তাঁরই সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ছোবহান। কে?

সত্যেন। মহিলা কণ্ঠ। তাঁর সঙ্গে এখন কথা বলা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা। আমি তাঁর বাড়ী থেকে বলছি।

সত্যেন। তবুও না। তিনি এখন পুলিশের হেপাজতে।

সন্ধ্যা। পুলিশ! কেন?

সত্যেন। একটা খুনের তদন্তে—

সন্ধ্যা। খুন? না, না, অসম্ভব।

সত্যেন। তিনি স্বীকার পেয়েছেন যে, তিনিই খুন করেছেন।

সন্ধ্যা। না না, মিথ্যা। খুন তিনি করেন নি, খুন করেছি আমি।

সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠে। হাত থেকে রিসিভার যায় পড়ে

সত্যেন। খুন করেছেন আপনি? হালো! হালো! হালো!

ছোব্হান। ছোব্হান আল্লা!

তিনি একখানি চেয়ারে ভেঙ্গে পড়েন

সত্যেন। হালো! হালো। না ছেড়ে দিয়েছে।

রিসিভার রাখে

ছোব্হান। সত্যেন, একটা ডাক্তার ডাকতে হবে।

সত্যেন। কেন সার?

ছোব্হান। একবার দেখিয়ে নিতে হবে, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি। মানুষ একজন, আঘাত একটি, বুলেট একটি অথচ স্বীকৃতি তিনজনের।

সত্যেন। বোঝার ওপর শাকের আটি, আর একজন আসছেন।

ছোব্হান। মোটিভের মিল নেই, সাবুদও বিভিন্ন। তিনজনের বিবৃতি পড়লে মনে হবে, খুন তিনজনেই করেছে! ধর, একটা কাজ করা যায় যদি এখন।

সত্যেন। কী?

ছোব্হান। প্রত্যেকেরই স্বীকারোক্তি পড়লে দেখা যাবে যে, খুন কারুরই ইচ্ছাকৃত নয়, একসিডেণ্টাল। এদের কেউই পরস্পর জানে না যে, আর কেউ স্বীকার করেছে।

সত্যেন। আপনি তিনজনকে একসঙ্গে রেখে তাদের রিয়াক্‌শন্ রেকর্ড্ করতে চান?

ছোব্হান। ফুল মার্কস্!

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠে। ছোব্‌হান টেলিফোন ধরে

হ্যালো! দিস্ ইজ্ ইন্‌স্‌পেক্টর ছোব্‌হান স্পিকিং। হ্যাঁ কে? মেডিকাল কলেজ? ডক্টর আমেদ? কি খবর ভাই? হোয়াট্? মৃতের ডান হাতের একটি আঙ্গুলের নখে চামড়া আর রক্তের কণা পাওয়া গেছে? অর্থাৎ মৃতের নখের আঁচড়ে কারু গা ছিঁড়ে গেছে?

রিসিভার রেখে

তুমি কল্যাণকে নিয়ে এস, আমি শিবপ্রসাদকে আনছি, আর শফিক!

শফিকের প্রবেশ

সত্যোনের প্রস্থান

তুমি আব্‌দুলকে এখানে এনে অপেক্ষা কর।

ছোব্‌হান বেরিয়ে যায়। শফিক অনুগমন করে। সত্যেন প্রবেশ করে কল্যাণকে নিয়ে আর আসে শফিক আব্‌দুলকে সঙ্গে ক'রে

সত্যেন। কল্যাণবাবু, আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

সত্যেন বেরিয়ে যায়। বিস্মিত কল্যাণ একখানি চেয়ারে বসে

কল্যাণ। হঠাৎ এ সবের অর্থ কি?

আব্‌দুল। আমিও তাই ভাবছি হুজুর!

শফিক। চুপ্ রহ ভাই।

ছোব্‌হান সার শিবপ্রসাদকে আনে। শফিক বেরিয়ে যায়

ছোব্‌হান। এইখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, ফোন করেছি, গাড়ী এলেই আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করব।

শিব। থ্যাঙ্ক্ ইউ ইন্স্পেক্টর!

সেইক্ষণে দরজায় সত্যেন এসে দাঁড়ায়

সত্যেন। স্যার!

ছোবহান বিরক্তভাবে ফিরে চাহে

একটা বিশেষ কথা আছে। একবার আপনাকে বাইরে আসতে হবে।

ছোব্হান। একটু পরে হলে চলবে না?

সত্যেন। জরুরী।

ছোব্হান বিরক্তভাবে বেরিয়ে যায় দরজা বন্ধ করে। তিনজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায় দরজার দিকে চেয়ে

আব্দুল। সেলাম হুজুর!

শিবপ্রসাদকে সেলাম করে

শিব। কী আব্দুল?

আব্দুল। কাল রাত্রে যখন একটায় আমি আসি—

শিব। কি?

আব্দুল। সত্যি, খুন করলে কে?

শিব। আমাদেরই কেউ।

আব্দুল। কিন্তু সে তাস—

শিব। শুক্রবার রাত্রে যখন আমরা আমার ঘরে সমবেত হই—

ফেড আউট অ্যাণ্ড স্পট্ আলোক

ফুটলাইটের সম্মুখে 'ট' চিহ্নিত চেয়ারে শিবপ্রসাদ একা বসে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছেন। প্রবেশ করে কল্যাণ

শিব। এস কল্যাণ।

কল্যাণ এসে ভূমিতে পাশে বসে

কল্যাণ। আমার কি বিশেষ দেরি হ'য়েছে কাকাবাবু? আবদুল আসেনি?

শিব। না।

কল্যাণ। সন্ধ্যার খবর পেয়েছেন?

শিব। কাল চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে মনে হয় সে অত্যন্ত উত্তেজিত। সে যাক, তুমি মন স্থির করেছ?

কল্যাণ। অ্যাম্ রিজলভড্। সে শুধু আপনারই সর্বনাশে উদ্যত হয়নি কাকাবাবু, মাসীমার সে কতবড় অন্যায় করতে চলেছে, জানেন?

শিব। কার?

কল্যাণ। মন্দার।

শিব। সুরবালার মেয়ে মন্দা?

কল্যাণ। সে তাকে বিয়ে করবে বলে ফাঁদ পেতেছে।

শিব। স্কাউণ্ড্রেল্! তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কেউ জানে?

কল্যাণ। একান্ত আপনার জন ছাড়া, বোধ করি কেউ জানে না।

শিব। রণেন তোমাকে চেনে?

কল্যাণ। সন্ধ্যার যখন বিয়ে হয়, আমি তখন বিলেতে। তাই তার সঙ্গে কোনদিনই আমার পরিচয় ঘটেনি।

প্রবেশ করে আবদুল। সে উভয়কে সেলাম
ক'রে মাটিতে বসে অপর পাশে

শিব। আমাদের কাজের একটা পদ্ধতি ঠিক ক'রে নিতে হবে। কারণ, খুন ক'রে আমরা ধরাই দিতে চাই, এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। অসাবধান মুহূর্তের কোন ত্রুটির মধ্য দিয়ে, আমরা দেব ধরা। একই খুনের অপরাধে আমরা ধরা পড়ব তিনজন, অথচ খুন করবে একজন।

যে খুন করবে, খুনের পর তাকে এমন চিহ্ন রেখে যেতে হবে, যাতে তিন-জনেই হব অপরাধী প্রতিপন্ন। কিন্তু, মোটিভ অর্থাৎ খুনের উদ্দেশ্য হবে ভিন্ন।

আবদুল। তার ফল কি দাঁড়াবে?

শিব। ষড়যন্ত্রের ফলে হবে খুন, কিন্তু ষড়যন্ত্র হবে না প্রমাণ। আইনে বলে,—"বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন ব্যক্তি যদি একই ব্যক্তির খুনের জন্য হয় অপরাধী প্রতিপন্ন,—যে-খুন মাত্র একজনের দ্বারাই সম্ভব, তবে তার অপরাধে একাধিক লোককে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করতে পারা যাবে না।" তোমার এবং আমার মোটিভ আছে, কিন্তু আবদুলের কোন মোটিভ পাই না। তাই, আমার ইচ্ছা যে, আবদুল এর ভেতরে না আসে। অন্যের আপদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বিপদগ্রস্ত হতে বলি না।

আবদুল। আপনি আমার পর নন হুজুর।

শিব। আমার কোচ্‌ম্যান জব্বরের কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না কল্যাণ—আবদুল তারই ছেলে।

আবদুল। সেবার যখন খুনের চার্জে মিথ্যে ধরা পড়লাম, তখন সেই ফাঁসীর দড়ি থেকেও বাঁচিয়ে ছিলেন আপনিই। আমার আরজি হুজুর, আমাকে নেমক্‌হারাম হ'তে আদেশ করবেন না।

শিব। তবে তাই হ'ক আবদুল।

তিনি বের করেন তিনখানি তাস, ফাঁটাতে থাকেন

তিনখানি তাস। একখানিতে আছে রক্তের চিহ্ন। সেখানি টানবে যে, সাবুদ সাজাবার ভার তার। খুনী কে, আমরা কেউ জানব না। হত্যার পর লাশ তুলে বসিয়ে দেব, একখানি আরাম কেদারায়।

তিনি ব্যাগ খুলে সামনে রেখে প্রয়োজন বোধে জিনিসগুলি তুলেন ও সকলকে বণ্টন করেন

সাবুদ প্রথম নম্বর—এই টাইপ করা কাগজ তিন খানা। খুনের পর এই কাগজখানি টাইপ মেশিনে ফিট করে যেতে হবে। দুনম্বর,—তিনখানা কল্যাণের রুমাল, রিভলবার জড়িয়ে রাখতে হবে। পরিবর্তে এই রক্তে ছোপানো রণেনের রুমাল, কল্যাণ তোমাকে পকেটে রাখতে হবে। তিন নম্বর,—আমার জুতোর সোল্ তিনখানা, এই দিয়ে এঁকে দিতে হবে রংএ জুতোর ছাপ মেঝেতে। চার নম্বর,—তিনখানা দশটাকার নোট, রক্তে আব্দুলের আঙ্গুল-ছাপ আঁকা। পাঁচ নম্বর—শূন্য তিনটি কার্তিজ কেস্—আমার ঘরের মেঝেতে রাখতে হবে। ছ'নম্বর,—আব্দুলের য়ুনিফর্মের তিনটি বোতাম ম্যানসনের মনোগ্রাম আঁকা। এইবার, যারই ওপর হত্যার ভার পড়বে, হত্যার পর তাকেই এই সাবুদগুলো সাজিয়ে যেতে হবে। শুনতে হয়ত অনেক, কিন্তু, সাজাতে একমিনিটেরও বেশি লাগবে না।

তাস তিনখানি সম্মুখে ধরেন। একে একে তিনজনে টেনে নেয়। দেখবার পর সকলে ছিঁড়ে ফেলে

ফেড আউট এ্যাণ্ড্ ফ্ল্যাশ্ ব্যাক্

পূর্ব দৃশ্যে আসিলে

ফেড ইন।

আব্দুল। হুজুর!

শিব। কী আব্দুল।

আব্দুল। হুজুর আমাকে আপনি বঞ্চনাই করলেন। আমার আরজি শুনে, আপনিই শেষে আদেশ দিয়েছিলেন—

শিব। কী?

আব্‌দুল। যে খুনের দায়িত্ব আমারও থাকবে। কিন্তু পরের আপদ ঘাড়ে না আসে—

শিব। কী ?

আব্‌দুল। তাই খুন করলেন আপনি। বোধ হয় জানতেন যে, সে রক্তচিহ্নিত তাস আমিই টেনেছিলাম—

শিব। না আব্‌দুল, আমি ত জানি না। তাস আমি না দেখেই ফাঁটিয়েছিলাম এবং না দেখেই তোমাদের সম্মুখে ধরেছিলাম। তাই, কে টেনেছে তা আমার জানা ত সম্ভব নয়।

আব্‌দুল। (কল্যাণকে) তবে কি হুজুর আপনিই ?

কল্যাণ। আমিও ত জানি না আব্‌দুল, সে তাস কে টেনেছে।

আব্‌দুল। সে রক্ত চিহ্নিত তাস যে আমিই টেনেছিলাম—

শিব। কী আব্‌দুল ?

আব্‌দুল। তবে, তবে খুন করলে কে ?

শিব। কেন ?

আব্‌দুল। কাল রাত্রি একটায় যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি—দেখি সাহেবের লাশ মেঝেতে পড়ে আছে।

শিব। অসম্ভব।

আব্‌দুল। হাঁ, হুজুর একথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি ভাবলাম, আপনিই হুজুর আমার হয়ে খুন করে গেছেন। কোন বিপদ আশঙ্কায় সাবুদ সাজাবার অবকাশ হয়নি। কিম্বা জামাইকে খুন করবার পর হয়ত আপনি এমনিই বিচলিত হয়েছিলেন যে, সাবুদ সাজাবার কথা আপনার মনেই ছিল না—

শিব। কিন্তু—আমি যে আসিই নি আব্‌দুল।

আব্‌দুল। সেই ভেবে এবং সাবুদ সাজানো নেই দেখে আমি চেয়ারে লাশ তুলে, সাবুদ সাজিয়ে চলে যাই।

কল্যাণ। তবে খুন করলে কে?

আব্‌দুল। আমিও তাই বলি হুজুর, খুন করলে কে?

শিব। খুন যখন আমাদের কেউই করেনি, তখন অপর কেউ।

কল্যাণ। কিন্তু, সে কে?

নেপথ্যে সন্ধ্যার কণ্ঠ শ্রুত হয়।

সন্ধ্যা। আমি। এ-খুন আমি করেছি।

শিবপ্রসাদ, কল্যাণ ও আব্‌দুল গুঞ্জন করে উঠে বিস্ময়ের

শিব। সন্ধ্যা!

প্রবেশ করে ছোব্‌হান

ছোব্‌হান। ও পাশের ঘরে যেয়ে আপনাদের একটু বসতে হবে।

ছোব্‌হানের সঙ্গে যায় পাশের ঘরে সকলে। দরজা বন্ধ করে ফিরতেই, ছোব্‌হান দেখে সত্যেনের সঙ্গে সন্ধ্যা প্রবেশ করে

সন্ধ্যা। কোথায় তিনি?

সত্যেন। আপনি একটু স্থির হ'য়ে বসুন, বলছি।

ছোব্‌হান। আপনি বসুন, যদি কিছু বলতে চান, বলতে পারেন।

সন্ধ্যা বসে। সত্যেন লিখতে থাকে

সত্যেন। স্বামীর কাতর আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে, বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গতসন্ধ্যায় আমি কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। হাওড়ায় নেমে, সোজা আমি এই বাসাতেই এসে উঠি। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে আলাপের পর আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। ফিরে যাই আমাদের

বাড়ী। সেখানে বাবার কঠিন সঙ্কল্প শুনে আমি আমার স্বামীর পাশেই যেয়ে দাঁড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। ফিরে এলাম তাঁর ঘরে, কিন্তু সেখানে তাঁর পাশে অপর নারীকে দেখে আমার স্বপ্ন-সৌধ মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে। স্বামীর অকুন্ঠিত মিথ্যা হ'ল প্রকট। ছুটে গেলাম পথে···পথে পথে ঘুরে যখন ফিরলাম জীবনের শেষ দেনা পাওনা মিটিয়ে নিতে, তখন রাত্রি—দশটা।

ফেড্ আউট্

পূর্ব রাত্রির দৃশ্য। রণেনের চোখে নেশার আমেজ। মুখে তার মোহন হাসির আবেশ। সে দরজা খুলতে প্রবেশ করে সন্ধ্যা

ফেড ইন্

রণেন। এস সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। তুমি কেন ডাক বারে বারে? আমার কল্যাণ তুমি না চাও, আমাকে শান্তিতেও কি থাকতে দেবেনা? আমার মন আর দেহ থাকে খণ্ডিত। এখান আর সেখানের ব্যবধান তুমিও ঘুচাবেনা, আমার মুক্তিও হবেনা।

রণেন। এ কী তোমার কথা রাণী। এতদিন পরে, এল আমার ঘরে আমার চঞ্চলা গৃহলক্ষ্মী, এল কি সে, শুধু অভিশাপই বর্ষণ করতে, বর দিতে ঘর করতে নয়! এস সন্ধ্যা—বস।

তাকে ধরে বসিয়ে দেয় সোফায়

সন্ধ্যা। কেন আবার—

রণেন। তুমি আমার কে?

সন্ধ্যা। অশুভ গ্রহ।

রণেন। সকল শুভের তুমি মঙ্গলা। তোমার আমার সম্বন্ধ ত মিথ্যা নয় রাণী। আমার জীবনের সমস্ত নিরর্থকতার মধ্যে শুদ্ধ তুমিই আছ—সত্য, সুন্দর। তাইত যখন অকরুণ লাঞ্ছনায় বুক ভরে ওঠে, অনুকম্পার স্পর্শ পাই না, তখনই ছুটে যাই তোমার মন্দিরে। দেবীর রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ে বলি, হবে না কি তোমার করুণা দেবী; খুলবে না কি তোমার দ্বার?

সন্ধ্যা। আমার কাছে তুমি কি চাও? আমার কী আছে, কী তুমি নেবে?

রণেন। আমার তোমার সম্বন্ধ যে রূপাতীতের পারে। এ-জীবনে আমি রূপ বড় কম দেখিনি সন্ধ্যা। রূপের মধ্য দিয়ে, কামনার গন্ধ-ধূপে তোমার আরাধনা নয়। তোমাকে চাই আমি আমার জীবনে কল্যাণরূপে। অশুভ দেবতার পূজায় কাটল জীবন, আর আমি পারি না রাণী, আমাকে তুমি গ্রহণ কর।

সন্ধ্যা। এ কি সত্য?

রণেন। যদি মিথ্যাও হয়, তাতেও তোমার ভয় নেই রাণী। তোমার আমার সম্বন্ধ ত মিথ্যা নয়। সেই সত্যই সকল অকল্যাণ রাখবে দূরে, আনবে প্রীতি, দেবে শান্তি। আমাকে বিশ্বাস করো।

সন্ধ্যা। অবিশ্বাস তোমাকে করি না। অবিশ্বাস করেন আমার বাবা, করতেন আমার মা। আমার সারা জীবনটাই কেটে গেল দুঃখের মধ্য দিয়ে। আমি জানি, এর বাড়া দুঃখ আর কী তুমি আমাকে দিতে পার। তাইত আজ আমি এসেছি। আমি তোমারই পাশে দাঁড়াব। নিজের দাবির জোর হারিয়ে, পরের দাবিকেই মেনে আর আমি চলতে পারব না।

রণেন। এস সন্ধ্যা। ভরসা আর আমি দেব না। দুঃখ যদিই পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, এর চেয়েও বেশি ঐ বঞ্চনার দুঃখ। ব্যবধানের কুয়াশাও কাটে না, ভ্রান্ত পথিক তার পথের নিরীখও পায় না।

সন্ধ্যা। সে-কুয়াশা কী ?

রণেন। তোমার বাবার অন্ধ স্নেহ। সেইত আচ্ছন্ন করে আছে আমাদের মিলনের পথ। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে। যদি আসতে পারতে সন্ধ্যা, তবে আমার বিগত দিনের সমস্ত ত্রুটি যেত কেটে, অনাগত দিন হত সুখের, শান্তির, মঙ্গলের।

সন্ধ্যা। ওগো, সত্যি ? বল, বল, এ তোমার স্তুতি নয়, ছলা নয়, শুধু মুখের বলা নয়—

রণেন। বিশ্বাস কর রাণী, এ আমার নিরুদ্ধ অন্তরের নিরুপম-উৎস।

সন্ধ্যা। ওগো, তাই বল। তাই হ'ক।

রণেন। এস সন্ধ্যা, আমাকে কর গ্রহণ। বাঁধি ঘর—

সন্ধ্যা। সংশয় যে ঘোচে না।

রণেন। কী ?

সন্ধ্যা। বিপরীত-মুখী-হাওয়া যদি ঘূর্ণিরই আবর্ত সৃষ্টি করে, সেদিন কোথায় থাকবে ছাউনির ছায়া আর আর ঘর ছাইল যারা ?

রণেন। সেদিন যদি কখন আসেই, তবে দ্বন্দ্বে মাতব না, হাসিমুখে নেব বিদায়। মালিন্যের রেখা মাত্র রেখে যাব না। এই রইল তোমার সম্মুখে আমার শপথ।

সন্ধ্যার পাশে যেয়ে বসে, তাকে টেনে নিতে চায় বুকে

যদি ব্যবধানই কাটল, এস সন্ধ্যা বস আমার পাশে।

সে বসে তার পাশে ঝুঁকে। সহসা কী হয়।
সন্ধ্যা উঠে শিউরে। সে সর্পাহতের ন্যায় উঠে
দাঁড়ায় টলতে টলতে

সন্ধ্যা। ও কী!

রণেন। কী সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। কিসের গন্ধ? তুমি খেয়েছ মদ? মিথ্যে, মিথ্যে, তোমার সব মিথ্যে।

রণেন উঠে দাঁড়ায়

রণেন। আমি ত মিথ্যে নই।

সন্ধ্যা। তুমি!

রণেন। তোমার স্বামী।

সন্ধ্যা। আমার স্বামী! সেই রইল সত্য—আর সমস্ত হবে মিথ্যা?

রণেন। রাজা মান্ধাতার দিন থেকে এই সত্যই ত রয়েছে হিন্দুর ঘরে অবিনশ্বর হয়ে আজও। তাকেই সবাই নিয়েছে মেনে।

সন্ধ্যা। চোখ বুজে?

রণেন। দ্বিধাশূন্য মনে।

সন্ধ্যা। আমি পারব না।

রণেন। কেন?

সন্ধ্যা। এত বড় আত্ম-ছলনা কী ক'রে করব! আমি বসে নিত্য বুনব সুখের জাল, তুমি ফিরবে শত-নারীর মনোরঞ্জনে ক্লান্ত ঘরে। সে ক্লান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে দেব আমি, আমার সেবার শত আয়োজনে। তোমার ক্লান্ত দেহের শ্রান্ত হাসিতে হবে আমার পুরস্কার। যে-হাসিতে নেই প্রাণ, নেই প্রেম, নেই প্রীতি, সেই হবে আমার সান্ত্বনা, মেটাবে কামনা, হবে পাতিব্রত্যের আরাধনা। এত বড় বঞ্চনা! না না, আমি পারব না, আমি পারব না। তবু তুমি আমার ইহ-পরকালের দেবতা!

রণেন। তবু এরাই স্বামী প্রতি হিন্দুর ঘরে ঘরে ; এরই মহিমা প্রতি নারীর ললাটে রক্তরাগে আছে লেখা। এই-চিহ্ন যেদিন ঘোচে, সংসারে তার সকল আলো নেবে। পথ হাৎড়ে সে মরে। একে অবহেলা করতে পারে কে? অতি বড় পাষণ্ড, আমিও যে পারিনি সন্ধ্যা। তাইত তোমার মন্দিরে বারংবার মাথা খুঁড়েছি। তুমি ভেবেছ এ আমার মোহ, অত্যগ্র কামনা, নিদারুণ ছলনা। কিন্তু না, না, না।

সন্ধ্যা। এ-অন্ধ-বিশ্বাসের শক্তি আমার কই?

রণেন। তুমি হারিয়েছ তোমার বাবার নীতির শ্লোকের দুরূহ অনুস্বার বিসর্গের মধ্যে। তোমার বাবার স্নেহের কুহেলি রেখেছে তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। তাই ত তুমি দেখলে আর পাঁচজনকে। তাই ত তুমি জানলে না যে, স্বামীর সঙ্গই দেয় নারীকে সম্পূর্ণতা। তোমার বাবা—

সন্ধ্যা। (উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে) আমার বাবার নিন্দা আমি কারুর মুখে শুনতে পারব না। এ-দেশে শত ঘরণীর জীবন কী ভাবে কাটে, জানতে চাইনে। আমার স্বামীর জীবনে আমি কোন নারীকেই সইতে পারব না। অপরের সঙ্গে মেলে না, আমার জীবনের গতি ভিন্ন। আজন্ম পরিপূর্ণ ভোগেই হ'য়েছি অভ্যস্ত, ভাগের ভোগে শান্তি পাব না। তুমি থাক তোমার শত-তরুণীর ভোগরাজ্যে। মিথ্যাচারিতার হ'ক অবসান।

রণেন। তাই হ'ক। আমার চাওয়ার মধ্যে যদি ছলনা না থাকে, তবে সে ব্যর্থ হবে না সন্ধ্যা। আমি তোমায় পাবই। তোমাকে আজ চেয়েছিলাম বড় ক'রে পেতে। সে হয়ত পেলাম না। কিন্তু, সে যদি ফাঁকি না হয়, তবে পরিপূর্ণ ক'রেই তোমায় পাব। সেদিন কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তুমিও না।

রণেন ড্রয়ার টেনে রিভলবার বের ক'রে সন্ধ্যার সম্মুখে ধরে

মিথ্যাচারিতারই হ'ক অবসান। তুমি নিজের হাতেই দেও শেষ ক'রে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা সাগ্রহে রিভলবার লয়

সন্ধ্যা। এ-অসার্থক-নারীত্বের ভার আর নিরর্থক ব'য়ে বেড়াব না। জীবন্তে অসঙ্কোচে যাকে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে দিতে পারিনি, মরণে অকুণ্ঠায় করি দান। আমার প্রভু, আমার আরাধ্য দেবতা! যদি সতী হই, তবে জন্ম জন্ম যেন তোমাকেই পেয়ে হই ধন্য!

রণেন তার কথায় বিমূঢ়ের মত চায়। চকিতে সন্ধ্যা রিভলবার আপনার ললাট লক্ষ্যে তুলে ধরে। হঠাৎ সাতঙ্কে রণেন বাধা দেবার প্রয়াস পায়। রিভলবার ঘুরে তার কপাল লক্ষে আসে। গুলি সশব্দে বেরিয়ে যায়। রণেন ঘুরে টেবিলে পড়ে, সেখান থেকে ঘুরে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। সন্ধ্যার গলার ধারে ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে

রণেন। বিদায় সন্ধ্যা। জীবন্তে যাকে ক্ষমা করতে পারনি, মরণেও কি সে ক্ষমা পাবে না? আজ বিশ্বাস কর, একজনকে সে ভালবেসেছিল।

সন্ধ্যা। কে?

রণেন। তুমি সন্ধ্যা...

ফেড্ আউট্

ঘরের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। চোবহান, সন্তোন ও সন্ধ্যা

ফেড্ ইন্

সন্ধ্যা। যখন সম্বিত ফিরে পাই, সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে না পেরে, ছুটে বেরিয়ে যাই।

ছোব্‌হান। একথা সত্য নয় সন্ধ্যা দেবী। আমি প্রমাণ করব যে, এ-খুন আপনি করেন নি, করেছেন আপনার বাবা।

সন্ধ্যা। না না—

ছোব্‌হান। আমি বলছি, আপনি যখন কাল রাত্রিতে আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে এখানে আসেন—

সন্ধ্যা। কি?

ছোব্‌হান। আপনি শোনেন গুলির শব্দ। বিস্ময়ে দরজা ঠেলে খুলতেই—আপনি দেখতে পান আপনার বাবাকে রিভলবার হাতে বেরিয়ে যেতে, ঐ দরজায়। যখন আপনি দেখেন যে, আপনার স্বামী নিহত আর আপনার পিতাই খুনী—

সন্ধ্যা। কী!

ছোব্‌হান। তখন আপনি তাঁকেই বাঁচাতে, নিজের ঘাড়ে খুনের দায়িত্ব নিতে সঙ্কল্পবদ্ধা হন।

সন্ধ্যা। কিন্তু, আমি প্রমাণ করব যে, আমিই করেছি এ খুন।

সত্যেন। কি ক'রে?

সন্ধ্যা। আমার স্বামীর সঙ্গে যখন কাল রিভলবার নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি, তখন তাঁর নখের আঁচড়ে আমার ঘাড়ের এই খানটা ছিঁড়ে যায়।

ছোব্‌হান। (সাগ্রহে) কই?

সন্ধ্যা ঘাড়ের কাপড় সরিয়ে ক্ষত দেখায়।
ছোব্‌হান্ একখানি চেয়ারে বসে পড়ে

সত্যেন। ডক্টর আমেদের রিপোর্টের—মৃতের ডান হাতের আঙুলের নখে চামড়া আর রক্তের কণা, তবে এই আঁচড়েই জমে উঠে।

শিবপ্রসাদ দরজা ঠেলে সেইক্ষণে এসে দাঁড়ান।
ছোব্‌হান তাঁর দিকে ছুটে যায়

শিব। সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা। বাবা !

দুজনে দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। মধ্যে এসে দাঁড়ায় ছোব্‌হান

ছোব্‌হান। ইউ আর্‌ ইন্‌ পুলিশ কাষ্টোডি। শফিক !

শফিকের প্রবেশ

এঁকে নিয়ে অন্য ঘরে বসাও।

শফিকের সঙ্গে সন্ধ্যার প্রস্থান

আপনি ও ঘরে যান, গাড়ী এলেই পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ছোব্‌হান শিবপ্রসাদকে পিছনের 'গ' চিহ্নিত ঘরে নিয়ে যান। সত্যেন ব্যাগ থেকে একখানা মোটা বই নিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছে। ফিরে আসে ছোব্‌হান দরজা বন্ধ ক'রে

সত্যেন, গাড়ী এলে তুমি ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

সত্যেন। কোথায় স্যার ?

ছোব্‌হান। হেড অফিসে।

সত্যেন। কেন স্যার ?

ছোব্‌হান। অভিযুক্ত করতে।

সত্যেন। অভিযোগ কার নামে ?

ছোব্‌হান। চারজনেরই।

সত্যেন। অসম্ভব।

ছোবহান। অসম্ভব!

সত্যেন। আইনে কি বলে, দেখুন স্যার।

সে বই দেয় ছোবহানের হাতে

ছোবহান। "Two or more persons can not be charged as principals with a crime known to have been committed by only one person."

হাত থেকে যায় বই পড়ে

ছোবহান। অর্থাৎ?

সত্যেন। অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন ব্যক্তি যদি একই ব্যক্তির খুনের জন্য হয় অপরাধী প্রতিপন্ন—যে-খুন মাত্র একজনের দ্বারাই সম্ভব, তবে—তার অপরাধে একাধিক লোককে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করতে পারা যাবে না।

ছোবহান। তবে?

সত্যেন। অভিযোগের অভাবে সকলে বেকসুর খালাস।

ছোবহান। ছোবহান আল্লা!

তিনি আরাম কেদারায় লুটিয়ে পড়েন গভীর হতাশায়

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

Notes

on

INTER. ENGLISH POETR

(FOR 1949)

Prof. D. N. GHOSH, M.A.

Price Rs. 3/